



# প্রতিবাদী কলম

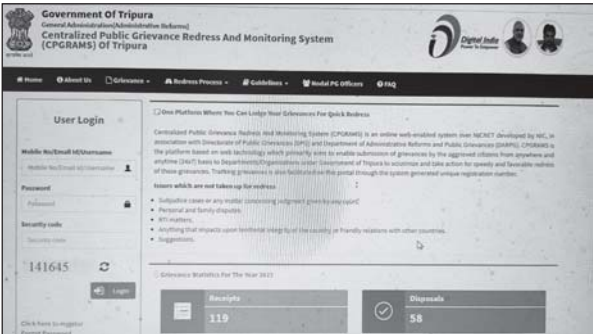


PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 22 Issue • 22 January, 2022, Saturday • ৮ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

২১ দিনে ১১৯টি নাগরিক-অভিযোগ

## ১৩ মাসে সমাধান ৫৮টির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। সবে মাত্র নতুন বছর শুরু হলো। বছর শুরুর তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার মধ্যেই রাজ্যের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দফতরে ১১৯টি ‘নালিশ’ জমা পড়ে গেছে। রাজ্যে স্টেটলাইজড পাবলিক প্রিভিয়েশ



রিড্রেস এন্ড মনিটরিং সিস্টেম তথা সিপিগ্রামস চালু রয়েছে। সরকারের এই সুনির্দিষ্ট মাধ্যমটিতে গিয়ে যে কেউ নিজেদের সরকারি দফতর সংক্রান্ত নানা অভিযোগ জানাতে পারেন। অনলাইনে সরকারের নানা কর্মকাণ্ড এবং দাফতরিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানানোর এই পছন্টি সম্প্রতি বেশ চালু রয়েছে। সিপিগ্রামস

সম্পূর্ণভাবে এনআইসি দ্বারা নির্মিত একটি ডিজিটাল মাধ্যম। এই মাধ্যমে গত ২১ দিনে ১১৯টি ‘প্রিভিয়েশ’ জমা পড়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫টিরও বেশি করে অভিযোগ জমা পড়েছে। এবছর সেইসুত্রে আরও প্রায় ১১ মাস বাকি। সামনের বছর রাজ্যে

গেলে জানা যায় না। বরং এটা জানা যায়, গত বছর এবং এ বছর মিলিয়ে যতগুলো অভিযোগ জমা পড়েছে, তার মধ্যে ৫৮টির সমাধান করতে পেরেছে রাজা সরকার। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব-এর ছবি সহ অশোক স্তম্ভের চিহ্ন ব্যবহারে সিপিগ্রামসের ডিজিটাল পাতাটিকে সাজানো হয়েছে। তাতেই এই তথ্য দেওয়া আছে যে, গত ২১ দিনে সরকারের কাছে ১১৯টি অভিযোগ দাখিল হয়েছে। অভিযোগগুলো কি বা সরকারি কোন দফতরের কর্মীরা, বা কোন অংশের নাগরিকরা অভিযোগ করেছে তা বোকার কোনও উপায় উক্ত মাধ্যমটিতে নেই। সিপিগ্রামসের সরকারি পাতাটিতে স্পষ্ট বলা আছে, রাজ্যের কোনও নাগরিক কোর্টে মামলা চলেছে এমন কোনও ঘটনা নিয়ে সিপিগ্রামসের দ্বারস্থ হতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, আরটিআই, ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক বিষয় সহ দেশ বা রাজ্যের সংহতিকে প্রশ্রিত্বের মুখে তেলে দেয়, এমন কোনও বিষয় অভিযোগের আওতায় গ্রাহ্য হবে না।

• এরপর দুইয়ের পাতায়

## রাজ্যে তামাক নিয়ে গিমিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার পূর্ণরাজা হওয়ার ৫০ বছর পূর্তিতে বড় কোনও প্রকল্পের ঘোষণা নেই, গিমিক আছে। “রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলিকে তামাক মুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা হলো”, ঘোষণা দিয়েছে সরকার। বলা হয়েছে, “আজ ত্রিপুরার পূর্ণরাজা দিবস। রাজ্যের এই বিশেষ দিনটিতে রাজা সরকার রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসগুলিকে তামাকমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করেছে। “শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাক যে নিষিদ্ধ তা নতুন কিছু নয়, অনেক আগেই তা ঘোষিত হয়েছে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, যেকোনও সরকারি অফিস এবং যেকোনও পাবলিক প্লেসেই তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা হাসপাতালের আশেপাশে তামাক বিক্রি করাও আইনত নিষিদ্ধ। সরকার আবার এইসবই ঘোষণা করেছে, এ নিতান্তই চমক। সরকার বলেছে, ত্রিপুরা রাজ্যকে তামাক মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এটাও আরেক গিমিক।

• এরপর দুইয়ের পাতায়

## রোজগারে নয়! দিশা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজা প্রাপ্তির ৫০তম বর্ষ আজ রাজবাণী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরা পূর্ণরাজা দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক ভিডিও বার্তায় রাজবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী দেবুসিন চৌহান উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ত্রিপুরা পূর্ণরাজা প্রাপ্তির ৫০তম বর্ষপূর্তির মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব। উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বীণু দেববর্মা-সহ রাজা মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ, মুখ্যসচিব কুমার অলক। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পূর্ণরাজা প্রাপ্তির ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ‘লক্ষ্য-২০৪৭’ ও তাক চিকিটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইন্ডিয়ান পারফিউম- আগর উডের লোগো প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী দেবুসিন চৌহান। তাছাড়াও পূর্ণরাজা দিবস উপলক্ষে এই

অনুষ্ঠানে পূর্ণরাজা দিবস সন্মাননা ২০২২ ও চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অষ্টলক্ষ্যীকে আত্মনির্ভর করার দিশা কাজ চলছে। পাশাপাশি ত্রিপুরাকেও সমৃদ্ধশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে বিকাশমূলক কর্মকাণ্ডে গতি

বছর ত্রিপুরা কোন পথে অগ্রসর হবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র হাত ধরে তা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ভবিষ্যৎ রূপরেখা যুবকদের রোজগারের নানা দিশা দেখাবে। ২০১৪ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি নিউ ইঞ্জিন’ রূপে মূল উন্নয়নের স্রোতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অতি সম্প্রতি অত্যাধুনিক মানের বিমানবন্দর চালু হয়েছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আত্মনির্ভর মহিলারাই আত্মনির্ভর রাজ্য নির্মাণ করতে পারেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মহিলা ক্ষমতায়ন ও স্বশক্তিকরণ ও রোজগার সৃজনের লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজ্যে। আগে রাজ্যে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা ছিলো ৪ হাজার। এই স্বসহায়ক দল নির্ভর অর্থনীতি ছিলো প্রায় ১০০ কোটি টাকার। কিন্তু বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির পরেও প্রায় ২৬ হাজার স্বসহায়ক দল গঠিত হয়েছে। এরসাথে প্রায় পোনে তিন লক্ষ গ্রামীণ এলাকার মহিলারা যুক্ত রয়েছেন। এই স্বসহায়ক দল নির্ভর ১ হাজার কোটি অর্থনীতি তৈরি হয়েছে। মহিলা ক্ষমতায়নের ফলশ্রুতিতে ৫০০ মহিলা কনস্টেবল • এরপর দুইয়ের পাতায়

বছর ত্রিপুরা কোন পথে অগ্রসর হবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র হাত ধরে তা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ভবিষ্যৎ রূপরেখা যুবকদের রোজগারের নানা দিশা দেখাবে। ২০১৪ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি নিউ ইঞ্জিন’ রূপে মূল উন্নয়নের স্রোতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অতি সম্প্রতি অত্যাধুনিক মানের বিমানবন্দর চালু হয়েছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আত্মনির্ভর মহিলারাই আত্মনির্ভর রাজ্য নির্মাণ করতে পারেন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মহিলা ক্ষমতায়ন ও স্বশক্তিকরণ ও রোজগার সৃজনের লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজ্যে। আগে রাজ্যে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা ছিলো ৪ হাজার। এই স্বসহায়ক দল নির্ভর অর্থনীতি ছিলো প্রায় ১০০ কোটি টাকার। কিন্তু বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির পরেও প্রায় ২৬ হাজার স্বসহায়ক দল গঠিত হয়েছে। এরসাথে প্রায় পোনে তিন লক্ষ গ্রামীণ এলাকার মহিলারা যুক্ত রয়েছেন। এই স্বসহায়ক দল নির্ভর ১ হাজার কোটি অর্থনীতি তৈরি হয়েছে। মহিলা ক্ষমতায়নের ফলশ্রুতিতে ৫০০ মহিলা কনস্টেবল • এরপর দুইয়ের পাতায়



## নিজের বুকে গুলি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। শালবাগানের সিআরপিএফ ক্যাম্প থেকে গুলিবর্ষিত এক জওয়ানকে রাত নয়টার জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সিআরপিএফ দাবি করেছে, জওয়ান নিজেই নিজের বুকে গুলি চালিয়েছেন। বিহারের অমিত ঠাকুর (৩০) শালবাগানে ১২৪ সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়নে পোস্টেড। তার



সঙ্গীদের দাবি, ফোনে স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হয়েছে, তারপরেই বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন অমিত। জিবি পুলিশ ফাঁড়ির কর্মীরা খবর পেয়ে হাসপাতালে গেলে সিআরপিএফ কর্মীরা পুলিশকে ছবি তুলতে বাধা দেয়। যা ছবি তোলা হয়েছিল, তা মুছতে বাধ্য করে। পুলিশকে সহযোগিতা না করার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে। পুলিশ যেমন এখন শাসক রাজনৈতিক দাদাদের নির্দেশ ছাড়া কিছু করে না, তেমনি সিআরপিএফ’র মত দাদাদের সামনে গুটিয়ে যায়।

## রেগা কেলেক্সারিতে নতুন নাম নলছড়-মোহনভোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। পরিস্থিতি যেদিকে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের প্রায় সবক’টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে যদি সোশ্যাল অডিট করানো যায় তাহলে রেগায় সবক’টিতেই কেলেক্সারির চিত্র উঠে আসবে। রাজা সরকার যখন বগল বাজিয়ে হলফ করেই বলে থাকে, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানে দেশের অন্যান্য রাজ্যকে পেছনে ফেলে ত্রিপুরা এগিয়ে যাচ্ছে, তখন পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে কেলেক্সারির যে চিত্র তুলে ধরছে প্রতিবাদী কলম রেগায় এই খবরের প্রতিবাদ করার মতো হিম্মতও দফতরের থাকছে না। একদিকে সরকার দাবি করছে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে প্রশাসন। কেলেক্সারির ছিটেফোঁটা পর্যন্ত স্থান পাচ্ছে না এই সরকারের কোনও দফতরে। কিন্তু সোশ্যাল অডিটের রিপোর্ট তুলে ধরে প্রতিবাদী কলম রেগায় যে মহাকেলেক্সারির চিত্র তুলে ধরছে প্রতিদিন, গ্রামোন্নয়ন দফতরে একটি খবরেরও প্রতিবাদ না জানিয়ে বরং প্রকরাণ্ডের খবরকে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিকে বলছে কেলেক্সারি নেই, আরেক দিকে কেলেক্সারি স্বীকার করছে। গ্রামীণ শ্রমিকের অর্থ আত্মসাতে

রাজ্যের প্রায় সবক’টি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি এর অংশীদার। অথচ ছিারিতার নীতি নিয়ে চলছে সরকার। এবার রেগায় কেলেক্সারির চিত্র উঠে এসেছে নলছড় এবং মোহনভোগ রুক থেকে। সিপিহিজলা জেলার নলছড় এবং মোহনভোগ রুক রেগায় যে আর্থিক বিচ্যুতি সামনে এসেছে তা রীতিমতো রোমহর্ষক। জানা গেছে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নলছড়ের ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মোহনভোগের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। দু’টি রুক’রই সবক’টি পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা গেছে নলছড় রুক মোট ৩ সরকারি দাবি করছে ৮৮৮ টাকার বিচ্যুতি এবং অর্থ আত্মসাতের ঘটনা সোশ্যাল অডিটে ধরা পড়ে যায়। শুধু ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেই নয়, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নলছড়ের ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট হয়েছে। মোহনভোগ রুক’র ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবক’টিতেই সোশ্যাল অডিট হয়। এতে মোহনভোগে ৫৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৮০৮ টাকা

আত্মসাতের ঘটনা সামনে চলে আসে। নলছড় রুক ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৯৩ টাকা আত্মসাৎ ধরা পড়ে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে নলছড় রুক’র ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২৪টিতে সোশ্যাল অডিট হয়। এতে ৬ লক্ষ ২ হাজার ৬০৯ টাকা আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়ে সোশ্যাল অডিটে। ওই বছরেই মোহনভোগ রুক’র ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২টিতে সোশ্যাল অডিট করার পর ১১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৮৫ টাকার বিচ্যুতি ধরা পড়ে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোহনভোগ রুক’র ১৩টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট করার পর ২৩ হাজার ৪১৫ টাকার বিচ্যুতি সামনে আসে। এ বছর অবশ্য নলছড় রুক কোনওরকম আর্থিক বিচ্যুতি ধরা পড়েনি। কিন্তু যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন রুক শুধুমাত্র রেগায় অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটছে রাজা সরকার ঠিক কি কারণে এর তদন্তে আগ্রহ দেখাচ্ছে না এবং কিয়টিতে গুরুতর বলে মানতে চাইছে না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, এই কেলেক্সারির সঙ্গে দফতরের উপর যুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নইলে তা’রা এ নিয়ে তদন্তে আগ্রহ দেখাচ্ছে না কেন?

## ভোটের ইস্যু প্রতিশ্রুতি খেলাপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। ভোট এলোই প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল সততার একমেববিরিয়ম হয়ে উঠে, ভোট এলোই একেকটি রাজনৈতিক দল অপর রাজনৈতিক দলের কেলেক্সারি নিয়ে কথা বলে, ক্ষমতায় এলে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষে অপরার্থীদের শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। আর ক্ষমতায় আসার পর ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে সেই দলটি জড়িয়ে পড়ে নয়া কেলেক্সারিতে। এটাই যেন ভোট রাজনীতির আর রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা দখলের পরস্পরা। এ ক্ষেত্রে ডান-বাম, পূর্ব-পশ্চিম- উত্তর-দক্ষিণ প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরই যেন একই অবস্থা। রাজ্যে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসে বিজেপিও এর ব্যতিক্রম হতে পারেনি। বরং দু’কাঁটি এগিয়েছে — এমন অভিযোগ করছেন এখন সাধারণ মানুষ। তাদের বক্তব্য, ২০১৮ সালের বিধানভা ভোটের আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিলো চিটাঘাট কাণ্ডে যারা যুক্ত, যারা মানুষের টাকা হাঙ্গাম করেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে কেলেক্সারিতে যুক্ত

• এরপর দুইয়ের পাতায়

## যুব মোর্চার জালে রহস্যময় তৃণমূলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২১ জানুয়ারি।। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা সমেত এক যুবতি ও তিন অপরিচিত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল শাসক দলের যুব কর্মীরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা গুরুবাবর সন্ধ্যা রাতে সালেমা থানাধীন শান্তিরবাজার এলাকায়।



স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুসারে জানা যায়, শান্তিরবাজারের আভাঙ্গা এলাকায় একটি ছোট মহাদেব মন্দির রয়েছে। গুরুবাবর সন্ধ্যায় এ মন্দিরে এসে ঘাঁটি গাড়ে তিন অপরিচিত ব্যক্তি। তাদের একজন যুবতি, একজন যুবক এবং তৃতীয়জন মধ্যবয়সী স্ট্রোচ। স্থানীয় দুই-এক জনের প্রশ্নের উত্তরে এরা জানায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে এবং এরা মন্দিরে পূজা দেবে। যার

প্রশ্রুতিও শুরু করে। কিন্তু সাড়ে সাতটা নাগাদ এদের একজন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা বের করে মন্দিরে লাগাতে শুরু করলে খবর যায় স্থানীয় যুব মোর্চার নেতাদের কাছে। তৎক্ষণাৎ ১৫-২০ জন যুব মোর্চার নেতা কর্মী এসে এদের আটক করে নিয়ে যায় শান্তিরবাজার বিজেপি কার্যালয়ে। যুব মোর্চার



নেতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায় বেশ অসঙ্গতি। এরা বৃহস্পতিবারই আভাঙ্গায় এসেছে বলে জানানোও কোথায় বা কার বাড়িতে থেকেছে সেই প্রশ্নে মুখ খুলেনি। একমাত্র যুবতিটি তার নাম অনামিকা দাস বলে জানানোও বাকি দু’জন তাদের নাম বলেনি। তবে কথাবার্তায় এটা পরিষ্কার যে এরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। মন্দিরে

## চলে গেলেন গরিবের ডাক্তার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২১ জানুয়ারি।। বড় অসময় চলে গেলেন লংতরাই ভ্যালি মহকুমার সর্বজনপ্রিয়, পরোপকারী এবং কর্মভৎপর চিকিৎসক ডাঃ নরেশ



ত্রিপুরা। লিভার সিরোসিস নামক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে আগরতলার আইএলএস নামক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গুরুবাবর অপরাহ্নে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। জনপ্রিয় চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি প্রয়াত ডাঃ ত্রিপুরার আরেকটি পরিচিত হল তিনি ধলাই জেলার শাসকদল তথা বিজেপির জনজাতি মহিলা মুখ তর্ভা জেলা কমিটির সম্পাদিকা শ্রী রানি ত্রিপুরার স্বামী। ছামনুর পাছাড়ি জনপদে জন্মগ্রহণ করা ডাঃ ত্রিপুরা উনার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন পিছিয়ে থাকা তথা পর্বত সঙ্কুল নিজ মহকুমা লংতরাই ভ্যালিতে। ছেলেছোঁটা হাসপাতালে এমওআইসি হিসাবে দায়িত্ব

• এরপর দুইয়ের পাতায়

## কোভিড দেখাচ্ছে অসামঞ্জস্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ২১ জানুয়ারি।। খোলা আবেশপিংমেল, খোলা আবে মদের দোকান, আর সবকারি অফিস, যেখানে নাগরিকদের প্রমাণ থেকে শুরু করে খয়রাতির সাহায্য দেওয়া হয়, সেসব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কর্মচারীর উপস্থিতি পঞ্চাশ শতাংশ করা হয়েছে। আবার রাজ্য সরকারের এমন অফিসও আছে, যেখানে খুব কম মানুষই যান, কিন্তু পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, এরকম অফিসে পঞ্চাশ শতাংশ কর্মচারীর উপস্থিতির যেমন কোনও বালাই নেই, যেমন বালাই নেই ভিডিও নিয়ন্ত্রণের। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসে মানুষের ঢাকাপয়সার দরকারে যেতেই হয়, অথচ কোভিডকালের দুই বছর হয়ে গেলেও ভিডিও যেন না হয়, তার কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। ধরা যাক, আগরতলার হেড পোস্ট অফিস। কাউন্টার খালি পড়ে থাকে,

সব কাউন্টারে লোক দিলে এক লাইনে মানুষ কম হতে পারে, অথবা এই অফিসেই যত জায়গা খালি পড়ে আছে বিভিন্ন তলায় সেগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে না। সরকারের

হাজার মামলার নিষ্পত্তির জন্য শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে মানুষকে জায়গা দেওয়ার জায়গা আছে কিনা, সরকার সেটা যাচাই করে বৃহত্তর কোনও জায়গায় এই

সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। এসবের মধ্যেই হাজার হাজার মামলা নিষ্পত্তির জন্য মহা লোকআদালতের আয়োজন করা হচ্ছে, আদালত চম্চরে এত হাজার

লোকআদালতের কাজ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে বলে জানা যায়নি। অনলাইনেও আদালতের কাজ কোভিড সময়ে হয়েছে, হচ্ছে। শপিংমেল খোলা রেখে,

সেখানে কোনও বিধিনিষেধ না রেখে ভিডিও সামলানোর দিকে খেয়ালই রাখা হয়নি। অথচ রাত আটটা থেকে কারফিউ দেওয়ার রাস্তার ধারে বসা ছোট ছোট সবজি ব্যবসায়ী, রিকশাওয়ালার, টমটমওয়ালার, ফেরিওয়ালার পড়েছেন সমস্যা। তাদের বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে সন্ধ্যাভেঁই। রাত আটটার আগে বাড়ি ফিরতে হলে বাড়ির পথ ধরতে হয় আরও অনেক ন্যায়, অসাধু এসময়ত আমলাদের জটপূর্ণ পরিকল্পনা আর অবাস্তব পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের পাছাড় সমতল সর্বত্রই আমজনতাও চরম

দুর্ভোগে কার্যত দিশেহারা অবস্থা। বিশেষ করে দিন আনি দিন খাই - এই অংশের পরিবারগুলো তৃতীয় করোনাকালে চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক এই অংশের বিপন্ন পরিবারগুলো কিভাবে সংকটের এসময়ে বেঁচে থাকবে সরকারের তরফে তার ন্যূনতম কোন পরিকল্পনা রয়েছে বলে রাজবাসীর জানা নেই। রাজা সরকার নৈশকালীন কারফিউ বলবৎ করেই কার্যত দায়িত্ব খালাস করছে। যা করোনাসংক্রমণ ঠেকাতে কতটুকু কার্যকর তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সংগঠন ও জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই সরকারের এধরণের আচরণে ক্ষুব্ধ এবং বিরক্তও বটে। একাধিক গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজ করোনাসংক্রমণ ঠেকাতে সরকারের এধরণের কারফিউ

• এরপর দুইয়ের পাতায়

## অভয়নগরে হীরাযুগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। এবার মেয়র ইন কাউন্সিল নেমেছেন জমি দখলে। পূর্ব নিগমের ১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র ইন কাউন্সিল হীরালাল দেবনাথের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ উঠছে অভয়নগরে। অভয়নগর, সার্কিট হাউস, জগৎপুর এবং জিবি এলাকায় সঙ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হীরালালবাবু। সে জন্য এলাকার মানুষেরা বুঝতে পারছেন না হীরালালবাবুর কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ। কারণ, উজান অভয়নগরের ৪ নং গলির পাশে প্রয়াত যোগেন্দ্র দেব’র

একতলা বাড়ি হীরালালবাবু তার মেয়ের জন্য দখল করে নিতে চাইছেন বলে স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। যোগেন্দ্রবাবু এবং তার স্ত্রী প্রয়াত

হয়েছেন। তাদের একজন সন্তান রয়েছে। কিন্তু পুত্রনিগমে মেয়র ইন কাউন্সিল হীরালালবাবু যেদিন বিজয় উৎসবের আঁধার খেলা শেষ করেনে, • এরপর দুইয়ের পাতায়





## সোজা স্পোর্টস মিত্র-শত্রু

রাজনীতিতে নাকি কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আজ যিনি শত্রু কাল তিনিই এক নম্বর মিত্র হতে পারেন। তেমনি এক নম্বর মিত্র হতে পারেন এক নম্বর শত্রু। এরাভ্যে সুধীর রঞ্জন মজুমদার-র জোট সরকার পাঁচ বছরও ক্ষমতায় থাকতে পারেনি ওই মিত্র-শত্রু হয়ে যাওয়ায়। রাজ্যে কি আবার সেই জোটের ছায়া দেখা যাচ্ছে? আবার কি রাজনৈতিক মিত্র রাজনৈতিক শত্রু হতে পারে? তবে সব কিছুই নাকি অপেক্ষা করছে ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের জন্য। ৫ রাজ্যের ভোটের ফলাফল বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবের রেজাল্ট যদি কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে যায় তাহলে এর একটা বড় প্রভাব নাকি এরাভ্যে পড়তে পারে। দিল্লি নাকি রাজ্যের রাজনৈতিক সমস্যা বুঝতে নারাজ। তাই নাকি মিত্রকে শত্রু করার পর সরকার পতনের আলোচনা। তবে এরাভ্যে সরকার পতন বা সরকার ভেঙে দেওয়ার ঘটনা অতীতেও হয়েছে। সুতরাং আবার যে এই ঘটনা হবে না তা বলা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতে মানুষের লাভ হবে তো? প্রায় চার বছর মানুষ অনেক অপেক্ষা করেছে। এখন বাকি প্রায় এক বছরে রাজ্যের মানুষের কপালে কি আছে তাই দেখার। তবে এটা ঠিক যে, রাজা রাজনীতিতে কিন্তু আবার ভাঙা গড়ার তৎপরতা শুরু হয়েছে। আর এই তৎপরতা আরও তেজি হতে পারে ৫ রাজ্যের ভোটের ফলাফলের পর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের স্বার্থ কতটা এতে রক্ষা পাবে? মানুষ কতটা তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে? এটা তো মানতেই হবে যে, এরাভ্যের মানুষকে একরাশ প্রতিশ্রুতি, একরাশ স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল নতুন কিছুর। কিন্তু প্রায় চার বছরে তো স্বপ্ন পূরণ দূরের কথা, বরং আগে যা ছিল তাও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিরতা কি আদৌ রাজ্যের মানুষকে নতুন করে কোন স্বপ্ন পূরণের আসল কাজটা করবে কি না?

## প্রথম জয়

● সাতের পাতার পর শুরু থেকেই কিছুটা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে খেলার চেষ্টা করে। দীর্ঘদিন ধরে খেলছে জগন্নাথ জমাতিয়া। স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনদের মধ্যে জগন্নাথই দীর্ঘদিন ধরে মাঠে আছে। এই বছর প্রথম কয়েকটি ম্যাচে সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি। তবে এদিন বেশ সক্রিয় ভূমিকা নিলো জগন্নাথ। ফলে লালবাহাদুরের আক্রমণও শুরু থেকেই বেশ সচল ছিল। ম্যাচের ১৩ মিনিটে দেবরাজ জমাতিয়া এগিয়ে দেয় লালবাহাদুরকে। ৩৮ মিনিটে জগন্নাথ জমাতিয়া এবং ৪৪ মিনিটে রোনাস্ট সিং সাইখোম লালবাহাদুরের হয়ে গোল করে। দ্বিতীয়ার্ধে আর গোল হয়নি। রেফারি সত্যজিৎ দেববায় লালবাহাদুরের বালক সাধন জমাতিয়া, নৌউ বা সিং এবং টাউন ক্লাবের সাধন জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

## তৃণমূলি

● প্রথম পাতার পর পূজার নাম করে একটি রাজনৈতিক দলের পতাকা লাগানোর কারণ বা উদ্দেশ্য কি সেই প্রশ্নেও এরা স্পিকটি নট এমনকি যুব বাহিনীর ধমকে চমকেও হালকা পাতলা ধোলাইয়েও এরা নিলিগু। এরই মাঝে গোট্টা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে নানা গুজব। কেউ বলে ছয়বেশী আই প্যাক কর্মী ধরা পড়ছে তো কেউ বলে তৃণমূল কংগ্রেসের গুপ্ত বাহিনীর সদস্য ধরা পড়েছে। এমতাবস্থায় সালেমা থানার পুলিশকে খবর দিলে রাত দশটা নাগাদ পুলিশ গিয়ে তাদের তুলে থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তীতে পুলিশি জেরায় কোন রহস্য উন্মোচন হয়েছে কি না তা অবশ্য জানা যায় নি। এদিকে এই বিষয়ে তৃণমূল কংথ্রেসের রাজা যুব স্িয়ারিং কমিটির সদস্য সুমন দৌঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে স্পষ্ট ভাষায় জানায় , ধলাই জেলায় এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন কর্মসূচিই নেই , নেই কুতরাং বহিরাগত নেতা-কর্মীও। সুতরাং কোন বদ্‌উদ্দেশ্যে এই তিন জন তৃনমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে সেখানে উদয় হল তার যেন পুলিশ সচিব তদন্ত করে বের করে সেই আবেদন জানানো তিনি। তবে এটি কোন সাধারণ বা উড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা যে নয় তা পরিষ্কার। এর পেছনে গভীর রহস্য থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। এখন দেখার বিষয় হল, পুলিশ কতটা ওরুলদ দিয়ে এই রহস্য উন্মোচনে উদ্যোগী হয়।

### বিরাট ব্যর্থতা

● সাতের পাতার পর গিয়ে। সুইপ এমন একটি শট যা সচরাচর খেলেন না কোহিলি। বলা ভাল, তিনি পিন্নারদের এতটাই ভাল খেলেন যে সুইপ খেলার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আগের ম্যাচে সেই সুইপ খেলতে গিয়েই আউট হতে হয় বিরাটকে। আর শুক্রবার তিনি যেভাবে আউট হলেন সেটা আরও লজ্জার। মহারাজের বলে বিরাট যেন বাতুমাকে কাটিচ্ প্রাকটিস করালেন। নেটদুনিয়ায় অনেকে বলতে শুরু করেছেন বিরাটের কেরিয়ারে পেলো সবচেয়ে খারাপ শটগুলির মধ্যে এটিও একটি।

## প্রাণঘাতী হামলা

● আটের পাতার পর - না আসতেন তাহলে তার মা-বাবাকে হতার পরিকল্পনা ছিল দুকুতিদের। ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় নিতাই দাসকে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে আগরতলার বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে এলাকায় ছুটে আসেন বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী। পরবর্তী সময় কমলাসাগরের মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী, যুব মোর্চার সভাপতি বিকাশ সাহা-সহ অন্যান্যরাও আসেন। যদিও মন্ডল সভাপতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধুপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। বাপন দাস জানিয়েছেন আগেও তার উপর একাধিকবার হামলার চেষ্টা হয়েছে।

### নিরাপত্তাহীন মেয়রের অফিস

● আটের পাতার পর - দীপক মজুমদার নিজেও। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবশ্য বিতর্কিত কিছু মন্তব্যও করেছে। পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নাইট করফিউতে চুরি এতো কেন বেড়েছে? জবাবে পশ্চিম থানার এক সাব ইন্সপেক্টরের দাবি, পুলিশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই চুরি চলছে। এই মন্তব্য শুনে অবশ্য পুলিশের বার্খতার উপর হাসাহাসি করছেন। তবে স্মার্টসিটিতে যখন চোরদের হাত থেকে মেয়র নিরাপদ নন, তখন কিভাবে শহর এলাকার নাগরিকরা নিরাপদ বোধ করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাতে মেয়রের অফিসের সঙ্গে একটি কালী মন্দিরেও চুরি হয়েছে। চোরেরা প্রণামীর বাক্স থেকে টাকা চুরি করে নিয়েছে। দুটি ঘটনায় পুলিশ তদন্ত নামলেও এখন পর্যন্ত একজনকেও আটক করতে পারেনি। এমনকী চোরদেরও গ্রেফতার করতে পারেননি। শহরে পুলিশ চুরি রুখতে পুরোপুরি ব্যর্থ বলেই অভিযোগ উঠেছে।

## পাচার করছে ইকরাম

● আটের পাতার পর - নিয়ে রাজস্থানের আজমির শহরে গিয়েছিল ইকরাম। সেখানে একটি হোটেলে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এভাবে আরও কয়েকজনকে পাচারে যুক্ত এই ইকরাম। এই ধরনের পাচারের ঘটনায় পুলিশ একদমই অন্ধকারে তা কেউ বিশ্বাস করছেন না। কারণ, কয়েকদিন আগেই পাচার হয়ে যাওয়া এক তরুণীকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল। তাকে আগরতলার একটি হোমেও রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে এক প্রভাবশালী নেত্রীর ভাইয়ের নাম উঠে আসায় দ্রুত তাকে উত্তরপ্রদেশে একটি হোটেলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। গোটা বিষয়টিই চূপিসারে করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ সবকিছু জ্ঞেতও নেন কিছুই দেখেনি। এমনই অভিযোগ উঠেছে। এবার ইকরামও একই পথে হাঁটছে। তার টার্গেটে রোহিন্দা তরুণীরা। তাদের পাচার করে মোটা টাকা রোজগার করে নিচ্ছে কলমচৌড়া থানা এলাকার এই যুবক।

## জমি দখল নিতে মারধর

● আটের পাতার পর - এলাকারই কাকন মিয়া, জালাল মিয়া এবং দিলোয়ার হোসেন গত ১১ জানুয়ারি জোর করে তার ঘরে ঢুকে। বাড়িতে ভাঙদুর চালায় তারা। প্রতিবাদ করলে গলা টিপে ধরে। হত্যার চেষ্টা করা হয় তাকে। বাড়ির জমি দখল করতেই এই তিনজন বেশ কয়েকদিন ধরেই চেষ্টা করছে। তারাি গত ১১ জানুয়ারি জোর করে বাড়িতে প্রবেশ করে মারধর করতে শুরু করে। গত বছরও এইভাবে আক্রমণ করেছিল অভিযুক্তরা। তখনও থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। সঙ্ঘুয়ারার অভিযোগ, তাকে যারা মারধর করেছে এরা সবাই এখন শাসকদলের কাছের মানুষ। যে কারণে পুলিশ এবং স্থানীয় নেতারাও তাদের কিছু বলে না।

## টিএফএ-র ক্লাব ফুটবল

● সাতের পাতার পর খেলাধুলা বা অনুশীলন করার কথা বলেছে সেখানে ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে এনএসআরসিসি-তে জিম্নানিয়াম বা ইন্ডোর নাকি ১০০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে প্র্যাকটিস চলছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, শুধুমাত্র অভিভাবকদের সামাজিক দূরত্ব মেনে জিম্নানিয়াম ও ইন্ডোরের বাইরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইন্ডোর এবং জিম্নানিয়ামে নাকি খেলোয়াড় এবং কোচদের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ নেই। অভিভাবকদের দাবি, কমপক্ষে দুইটি গ্রুপ করে সপ্তাহে তিদিন কর্তে কোচিং করা হলে ভিড কমবে। রাজ্য সরকার যেহেতু এখনও খেলার মাঠ বন্ধ করেনি তাই ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়া পর্ষদ এবং টিএফএ-র উচিত মানুষের জীবন সুরক্ষায় নজর দেওয়া। এক্ষেত্রে উমাকান্ত মাঠে বড় ফুটবল ম্যাচে যেমন দর্শকদের প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তেমনি প্রয়োজনে দর্শকহীন মাঠে ম্যাচ

করতে হবে। টিএফএ-র পাশাপাশি ক্রীড়া দফতর এবং রাজ্য প্রশাসনকে মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যে কিন্তু করবোনা পরিস্থিতি রীতিমত আতঙ্কজনক। সুতরাং রাজ্য প্রশাসন যেখানে এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি নিয়ে খেলার কথা বলেছে সেখানে প্রয়োজনে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। মাঠে দর্শকদের এক গ্যালারিতে ভিড যেমন বন্ধ করতে হবে তেমনি দরকার সামাজিক দূরত্ব।

● সাতের পাতার পর হয়েছে ক্রীড়া আইন। করোনা কালে যখন সরকারকে অনেক সর্দখক ভূমিকায় দেখার দরকার ছিল তখন খেলাধুলার মূলেই তারা কুঠারাঘাত করেছে।সহসা এই অবস্থা স্বাভাবিক হবে না বলে মনে করছে ক্রীড়াপ্রেমীরা।

# কোভিড দেখাচ্ছে অসামঞ্জস্য

● প্রথম পাতার পর জারি ও অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপের বিরোধিতাও করেছে। এই বিরোধিতার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কেননা, সরকার করোনার তৃতীয় ঢেউ ঠেকাতে এমন কিছু জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে যা কোনও যুক্তিতেই মেনে নেওয়া যায় না। যেমন সরকার করোনাকালে শপিংমল খোলা রেখেছে, যেখানে প্রতিদিন শতশত মানুষের ভিড় হয়। যা করোনা সংক্রমণের জন্য অতি বিপজ্জনক। একই অবস্থা ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস এবং সকালের নিত্য বাজারগুলোর। এসমস্ত ক্ষেত্রগুলো করোনা সংক্রমণে অতি স্পর্শকাতর হলেও প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ কিংবা তদারকি নেই বিপন্ন এ সময়ে। ফলে বুকি বিক্রেতা থেকেই যাচ্ছে। আবার সরকারের এমন কিছু দফতর রয়েছে যেখানে মানুষজনের তেমন কোনো ভিড় লক্ষ্য করা যায় না। সংশ্লিষ্ট অফিস গুলোতে ৫০ শতাংশ কর্মচারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে সরকার। আবার মদের দোকান খোলা রেখে আরও অনেক প্রশ্নকে সরকার নিজেই এসময়ে উন্মেষ দিয়েছে। বলা বাহুল্য, করোনার প্রথম ঢেউ আছড়ে পরার সময়ে সরকার সাধারণ শ্রমজীবী অংশের মানুষের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে গরিব মানুষের জন্য। তার মাধ্যম বিনামূল্যে রেশন এবং এক হাজার টাকা আর্থিক অনুদান রয়েছে। যদিও এসমস্ত পদক্ষেপের জন্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের তরফ থেকে সরকারের উপর চাপও ছিল। কিন্তু আজকের দিনে করোনা তৃতীয় ঢেউ যখন শিরেও ওপেতে আছে, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিনিশ শতশত মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে তখন রাজ্য সরকার সতিকাুর অর্থেই হাত গুটিয়ে বসে আছে। আমজনতার দুর্ভোগ লাঘবে কোন পদক্ষেপ নেই। ফলে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী, দিন মজুর, অটোচালক, রিকশা চালক থেকে শুরু করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষজন কঠিন সংকটের মধ্যে এসময়ে দিন গুজরান করছে। করোনার প্রথম ঢেউ আছড়ে পড়ার সময়ে যে সমস্ত ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ কৃষক পরিবার রীতিমতো অস্তিত্বের সংকটে পড়েছিল, নিশ্চ রিক্ত অবস্থায় চলে গিয়েছিল, সেই মহা সংকটের ধাক্কা কাটিয়ে না উঠতেই ফের তৃতীয় ঢেউ এর মুখোমুখি হচ্ছে চরম নিরাপত্তার মধ্যে পড়েছে। এসবকরে সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা তাদেরকে আরও হতাশা করছে। বাড়ছে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। যার বহির্প্রকাশ কিন্তু ঘটতে পারে আগামী ভোটে। ক্ষুব্ধ মানুষ তার প্রহর গুনছে। আমজনতার ক্ষোভ ও অসন্তোষের এই উত্তাপ কিন্তু শাসক দলের কৃষ নগরের প্রধান কার্যালয়েও পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু তাতেও শীত ঘুম কাটছে না রাজ্য মন্ত্রিসভার হেডিংয়েই মন্ত্রীদে। সাধারণ আমজনতার বুকচাপা কান্না তাদের কানে পৌঁছে না। একাংশ অসাধু আমলা আর দলদাস কলমটির দেওয়া ইস্টম্যান কালার চশমা চোখে লাগিয়ে ওরা দিবি করোনাকালে তথ্যের হেরাফেরি করে চলাছেন আর জাহির করে চলেছেন নিজেদের। পরিশেষে আমজনতার ভাগ্যের ঢাকা শুধু হয়েই রইলো।

## হীরাযুগ

● প্রথম পাতার পর সেদিনই প্রয়াত যোগেন্দ্র দেব’র বাড়ির ঠিক মূল গেটে একটি ফ্ল্যাগ টাঙিয়ে দেন। আর ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি নাকি বলেছেন, এই বাড়িটি তার মেয়ের জন্য তার খুব পছন্দ হয়েছে। মেয়েও নাকি বায়না ধরেছে তাকে এই বাড়িটি যে করেই হোক ম্যানেজ করে দিতে। সজ্জন ব্যক্তি হলেও হীরালালবাবু এবার তার ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরে হঠাৎ একই নাকি ধরাকি সরাসরান করতে শুরু করেছেন। তাই এই বাড়িটি দখলে তার নজর পড়েছে। আবার স্থানীয় একটি ক্লাবও এই বাড়িটির গেটে তালা মেরেছে। তারাও এই বাড়িটির দখল চায় বলে অভিযোগ। কিন্তু হীরালালবাবুর ক্ষমতা এখন বেশি হওয়ায় তিনি ক্লাবের উপর দিয়ে গিয়ে নিজের নামে ফ্ল্যাক টাঙিয়ে দিয়েছেন। তাও আবার দীপাবলির শুভেচ্ছা ফ্ল্যাগ। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করেছে জানুয়ারি মাসেও তাহলে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানানো যাক। বাড়িটিকে দখল করে নিতে তিনি সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলেও অভিযোগ। এমনকী, ক্লাবের তরফে কেউ যদি বাড়িটি দখল করতে যায় তাহলে তাদেরকে সাবুদ করতে জিবি এলাকার জমি দস্যুরের সঙ্গেও তার নাকি যোগাযোগ শুরু হয়েছে। তবে সমস্ত অভিযোগও করেছেন স্থানীয় এলাকার মানুষেরা। তবে এই অভিযোগের সূপক্ষে হীরালালবাবু যে ওউ বাড়ির মূল ফটকে তাল লাগিয়ে দিয়েছেন সেটা পাওয়া গিয়েছে প্রামাণ্য হিসেবে। বিষয়টিকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় মানুষেরা এখন সজ্জন হীরালালবাবুর এমন কাণ্ড দেখে মুখ আর মুখোশ খুঁজতে শুরু করেছেন।

# রোজগারে নয়। দিশা

● প্রথম পাতার পর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও মহিলাদের সরেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিএসআর বাহিনীতে মহিলা নিয়োগের মতো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। কর্মেছে মহিলাদের উপর অত্যাচার। বেকসমে মামলা নিষ্পত্তি হার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৭-১৮তে রাজ্যে নারীদের মাথাপিছু রোজগার ছিলো ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৭৪ টাকা। ২০১০-১১ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯০ টাকা। ২০১৭-১৮-তে কৃষকদের রোজগার ছিলো ৬,৫৮০ টাকা। বর্তমানে ত্রিপুরার স্বনির্ভর কৃষকদের রোজগার ১১ হাজার ৯৩ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর হীরা প্রাস মডেলের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পূর্ণরাজা প্রান্তির ৫০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নারেন্দ্র মোদি ভিডিও বার্তায় রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ত্রিপুরার ইতিহাস সবসময়ই গরিমায় পরিপূর্ণ। মাণিক্য রাথ থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত ত্রিপুরা একটি স্বশক্ত হিমেতে পরিত্রি লাভ করেছে। রাজ্যের জনজাতি থেকে শুরু করে সব অংশের জনগণ ত্রিপুরার উন্নয়নে একজোট হয়ে কাজ করছেন। ত্রিপুরা বাটলি চ্যালেঞ্জকে মা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা বর্তমানে উন্নয়নের দিশায় দ্রুত এগিয়ে চলছে। তাতে ত্রিপুরার জনগণের চিন্তাধারার বড় ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরার জনগণের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরা আগামীতে বাণিজ্য করিডোরের হাব হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এক সময়ে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র উপায় ছিলো সড়কপথ। বর্বার সমগ্র ভূমিধস হয়ে রাজ্য বন্ধ হয়ে গেলে ত্রিপুরা সহ পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব দেখা দিতো। বর্তমানে ত্রিপুরা সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হলে, রাস্তা ও জনপথের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। জলপথে বাংলাধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে চিটাগাং বন্দরের অনুমতি চেয়েছিলো ত্রিপুরা সরকার, যা ডাবল ইঞ্জিনের সঙ্গে সরকার পুরণ করে দিয়েছে। ২০২০ সালে আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রথম টানজিট কার্গো ত্রিপুরায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বার্তায় আরও বলেন, সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা এখন উন্নত রাজ্যগুলির সঙ্গে সানিল হতে যাচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার গরিবদের পাকা ঘর প্রদানে প্রশংসনীয় কাজ করছে। শুধু তাই নয়, ঘর নির্মাণে আত্মাধুনিক প্রযুক্তিকেও প্রয়োগ করছে। প্রশাসনিক পর্যায়ে যাতে থেকে শুরু করে আধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যে উন্নত ত্রিপুরা গড়ে উঠেছে তা আগামী দশককের জন্য রাজ্যের গৌরব হবে। এজন্য বর্তমান রাজ্য সরকার কঠোর পরিশ্রম করছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০তম বর্ষ পালনের মূল অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন, ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের আশীর্বাদে ত্রিপুরা এখন বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ইতিবাস বিজড়িত একটি অন্যতম রাজ্য যা আজ পূর্ণরাজ্য প্রান্তির ৫০ তম বর্ষ পালন করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করে ত্রিপুরা-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে দিল্লির দূরত্ব অনেকটাই কমে গেছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষী আখা দিয়ে উন্নতির সঞ্জন নিয়েছেন। বিগত দিনে দেখা গেছে, দিল্লি থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য যে অর্থ প্রদান করা হতো তা সঠিকভাবে কাজ লাগানো হতো না। বর্তমানে দিল্লি থেকে যে পরিমাণ অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য পাঠানো হয় তা সঠিকভাবে রাজ্যগুলির উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গত ৪ বছরে ত্রিপুরার যোগাযোগ, পরিকাঠামো, ক্রীড়া, বিনিয়োগ, কৃষি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের ক্র শরণার্থী পুনর্বাসনের সমসয়ার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ক্র শরণার্থীদের পুনর্বাসন লক্ষ্যে তাদের গৃহ নির্মাণ সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্যাকেজের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করেছে। ক্র শরণার্থীরা এইসব প্রচেষ্টার ফলে জীবনের মূল্য হােসে বিরে এসে ত্রিপুরার উন্নয়নের কাজে সানিল হবেন বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার ডাবল ইঞ্জিন সরকার ২০১৮ সাল থেকে নিয়ম, নীতি, নিয়ত এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ত্রিপুরার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রায় ৪ বছরের সময়কালের মধ্যে ত্রিপুরার জনগণের গড় আয় প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা থেকে বেড়েছে। শুধু তাই নয়, এই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যের কৃষকদের মাসিক গড় আয় বেড়ে ১১ হাজার ৪৬ টাকা থেকে ১০ হাজার ৬,৫৮০ টাকা। এছাড়াও রাজ্য সরকার জাতীয় সড়ক উন্নয়নে, সৌভাগ্য যোজনা প্রকল্প রূপায়ণে, অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে বিসুদ্ধ পানীয় জলের সরোগ্য প্রদানে প্রশংসনীয় কাজ করছে। ত্রিপুরার এই উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং ত্রিপুরাকে উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্যের জনগণকে ত্রিপুরা সরকারের পাশে থাকার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী দেবুসিন চৌহান বলেন, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা একটি ইতিহাস জড়িত রাজ্য। ত্রিপুরায় জাতি-জনজাতি অংশের জনগণ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করছে। দেশের উন্নয়নের মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার উন্নয়ন আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ত্রিপুরার বিগত সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ত্রিপুরার উন্নয়ন সেভাবে ঘটেনি। ২০১৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসনভার নেওয়ার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের পথ খুলে যায়। অনুরূপভাবে ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের পর রাজ্যের পরিকাঠামো, যোগাযোগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ইতিবাচক চেষ্টার ফলে ত্রিপুরার উন্নয়নের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে তা কেউ আটকতে পারবে না। ২০১৪ সাল থেকে পরিকাঠামো, যোগাযোগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্র সরকার কাজ করছে। ত্রিপুরার যোগাযোগ, পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি টেলিকম পরিকাঠামো উন্নয়নেও কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রক আরও উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেন। এনিম অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন, চক্রবর্তী, শিক্ষামন্ত্রী, শ্রীক্ষমন্ত্রী, পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, খ্যাতমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, শ্রমমন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস, কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে পূর্ণরাজ্য দিবসের পোস্টেজ স্ট্যাম্প, ইন্ডিয়া পারফিউম আগর উডের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর পাশাপাশি ‘লক্ষ্য ২০৪৭’ ডকুমেন্টের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

### পৃষ্ঠা ২

## ১৩ মাসে

● প্রথম পাতার পর অর্থাৎ গত ২১ দিনে সিপিথামসে যতগুলো অভিযোগ গৃহীত হয়েছে সেগুলো সবই এই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে অন্য সব ‘অভিযোগ’। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ নাগরিক বা সরকারি কর্মচারীরা ভালোভাবেই অভিযোগ জানানোয় ময়দানো নেমেছেন। শুধুমাত্র যে এই মাধ্যমটিতেই রাজ্যবাসী অভিযোগ জানান, বিষয়টি তা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর হেফ্ফ লাইন থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিয়মিতভাবে অভিযোগ জমা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে নিঃসন্দেহে এখন ‘ডিসপোজেন’-এ মনোযোগ দিতে হবে। কে কি কারণে অভিযোগ দাখিল করছেন, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। গত ২১ দিনে ১১৯টি অভিযোগ দাখিল হওয়া এবং গত বছর ও এ বছরের প্রথম ২১ দিন মিলিয়ে মাত্র ৫৮টি অভিযোগের সমাধান হওয়া, নিঃসন্দেহে সরকারের তরফে ড্রব্যাক। বিষয়টি আগামীদিনে কিভাবে সরকার বিবেচনা করে সেটাই দেখার।

### গরিবের ডাক্তার

● প্রথম পাতার পর পালনের পর লংতরাইভ্যালি মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের পদও সামলেছেন দক্ষতার সাথে। কথা ছিল ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দায়িত্ব গ্রহণের পর কিন্তু অসুস্থতার জন্য তা আর হয়ে উঠেনি। অধিকাংশ ডাক্তারবাবুরা যে মহকুমায় চাকরি করাকে বন্যাস বলে মনে করে সেখানে এই ডাক্তারবাবু হয়ে উঠেছিলেন জাতি-জনজাতি উভয় অংশের হতদরিদ্র মানুষের ভগবান। কত সহস্র মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিসেবা প্রদান এমনকি গাঁটের পরসায় ওষুধ কিনতে সুস্থ করে তুলেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আজ সেই সব মানুষ হারাতে তাদের অন্তিম ভরসার সেই মানবপ্রেমী ডাক্তারবাবুকে। স্বভাবতই গোটা লংতরাইভ্যালি মহকুমাজুড়ে এনিম অপরাধ থেকে শুধুই স্বজনহারানোর বেনানা। শৌকে মুহাম্মান গোটা মহকুমা অপেক্ষায় রয়েছে তাদের প্রিয় ডাক্তারবাবুকে শেষ দেখার জন্য। জানা গেছে, রাতেই উনার নিধন হয়ে নিয়ে আসা হবে ছামনুতে। শনিবার হবে শেষকৃত্য। ইতিমধ্যেই বিজেপির ধলাই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক আশিশ চিত্তার্য ডাঃ নরেশ ত্রিপুরার অকালপ্রাণে তীর শোক জ্ঞাপন করে উনার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

### তলব চোমাই

● সাতের পাতার পর প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, সেখানে দেশবাসী কীভাবে নিরাপদ? এমন কাপুরুষবাচিত আচরণকে বিদ্বার জানাই। সঙ্গে ভাৱত মোদির পাশে আছে হ্যাশটাগও দিয়েছিলেন সাইনা।

## লজ্জার হার

● সাতের পাতার পর বলে অদ্ভুত ভাবে আউট হয়ে ফিরলেন কোহলী। কেশব মহারাজের আপাত নিরীহ বলে ড্রাইভ করতে গেলেনা। শর্ট কভারে থাকা বাতুমার কাছে লোপা ক্যাচ গেল।

## আর্মি স্কুলে

● ৬-এর পাতার পর অবজেন্টিভ টাইপের। পিজিটি ও টিজিটি-দের ক্ষেত্রে ও ঘটনার পরীক্ষা, তবে প্রাইমারি টিচারের টেব্রে দেড় ঘন্টার পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র হবে আগরতলায়। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র ওয়েবসাইটে পাবেন।

### সুপারভাইজর

● ৬-এর পাতার পর পেমেন্ট চালানোর কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রদান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকম ই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা ব্যাণ্ডিট ফটো দেবেন নিজের কাছে রেখে দেবেন।

### ৫০০ চাকরি

● ৬-এর পাতার পর গ্যায়ুটে ডিগ্রি পাশ। অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্যায়ুটে ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, কম্পিউটার চালানোর দক্ষতাপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।







পুস্তিকা প্রকাশ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধিত্ব  
 ২১ জানুয়ারি। ২০১৯  
 চালুর ২৫ আগস্ট থেকে  
 সিংগাপুর জেলা পরিষদের যথ  
 সিংগাপুর জেলায়। এরপর থেকে  
 সমস্ত সিংগাপুর জেলায় কি সিংগাপুর  
 কাজ হয়েছে তা পুস্তিকা আকারে  
 প্রকাশ করা হল সিংগাপুর। পুরো  
 দেশ উপলক্ষে সিংগাপুর জেলা  
 পরিষদ কার্যালয়ে এই পুস্তিকা  
 প্রকাশ করা হল। সেখানে উপস্থি  
 ছিলেন জেলা সভাপতি সিংগাপুর  
 দত্ত, জেলাসভার সভাপতি সিংগাপুর  
 সরকারী সভাপতি সিংগাপুর আই  
 হেমন্তী রায় বর্মণ, বিশ্বজিৎ সাহা  
 এবং বিচারক সুভদ্রা দত্ত।

# বাম ছাত্রদের ডেপুটেশন

ভৈরবীদারী কাম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ জানুয়ারী। রাজার বিধায়কগণকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করা, পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ করা, পরীক্ষার সময় কোভিড সংক্রমণের আশংকা রয়েছে প্রয়োজনীয় সর্বকামুখক ন্যায়স্বা গ্রহণ করা, কোভিড বিধি মেনে যোগ্যতাসা সচল রাখা ও কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রকারের ফি মুকুব করা ইত্যাদি দাবিতে সরকার হস্ত ভাঙতে ছাড় ফেয়ারেশন। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুবিধা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাত দফা দরকার ভিত্তিতে এসএফএই খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার প্রণা শিক্ষা বিভাগে ডেপুটিশন জেনা করা হয়। জেলা শিক্ষা আধিকারিকের হাতে সংশ্লিষ্টদের চরক থেকে চুলে দেওয়া হয় দারি সম্বলিত স্মারকলিপি। জেলা শিক্ষা আধিকারিক সম্মুখে নান্দ্র সম দাবিসমূহের সাথে সহসহ উপস্থাপন করে এ সম্পর্কে দফতরের পাঠকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আশ্বাস দেন। ডেপুটিশনে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংশ্লিষ্টদের বিভাগীয় সভাপতি প্রিয়তায় দেব, বিভাগীয় সম্পাদক নারায়ণ নন্দাদাস, ছাত্রনেতা সমিতি দেবরায়, সৈকত দাস ও উদয় বিশ্বাস।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
আগস্তুক, ২৯ জানুয়ারি। রাজ্য  
সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংগঠন  
এবং কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়  
নিয়ে ময়দানে নামছে। স্বদেশ  
পরিবারে এই কর্মচারী সংগঠনটি  
আগামী কয়েকদিনের মধ্যে  
ব্যাপ্ত পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে  
সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে  
আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে।  
যদিও কতখানি খবর বোকা ছিদ্দ ৭.২২-২৩  
বিশৃঙ্খল বিষয় বন্ধা নিয়ে তারা  
হাসের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা  
করে বলে খবর। উল্লেখ্য, এই  
কর্মচারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারের  
বহুত্ব সপ্তম বেতন কমিশন প্রণালীর  
ঘোষণা করে তার প্রারম্ভ চলেও  
এই রাজ্যের অধিকাংশ কর্মচারীরা  
২.৫৭০ পাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সমন্বিত  
বেতন কমিশনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়  
দপ্তরতর কর্মচারীরা ২.৭২ পাচ্ছে  
সর্বোচ্চ ২.৭২ কেন্দ্রীয় সরকারের  
কর্মচারীরা পেলেও এই রাজ্যের  
কর্মচারের কর্মচারীরা সর্বোচ্চ ২.৫৭০

পাচ্ছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষকরা সর্বোচ্চ সমস্ত ধরনের সুযোগ পেলেও এই রাজ্যের শিক্ষকেরা সেই সুযোগ পাচ্ছে না। তাছাড়া টেট পদ্ধতি তো আছেই। একটু উদ্ভিন্নদের ফিল্ড অপ-টেকার প্রদান, দীর্ঘ সময় তাদের ফিল্ড পে-এ রাখার বিষয়টি কেন্দ্র-স্কেভের অন্তর্গত কারণ। কোম্পানি কৌশল মহলে এনিয়োর জেরা চর্চা চলছে। এই রাজ্যের কর্মচারীর সংখ্যা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে মোলারমাঠপন্থী কর্মচারী সংগঠন গণ-অবস্থান ও সংগঠিত করেছে। এই ক্ষেত্রে ফিল্ড পোকার নিয়ে কোনো কৌশল মহল থেকে আপত্তি জানাচ্ছে। আবার কোম্পানি কৌশল তার সব ক্ষেত্র যুক্তিও দেখাচ্ছে। মোলারমাঠপন্থী কর্মচারী সংগঠন সিঁসি স্টোর্ডের সামনে গণ-অবস্থান সংগঠিত করে এই রাজ্যের কর্মচারীদের বন্দনার বিষয়টি তুলে ধরেছে। আবার সরকারের অতি ঘনিষ্ঠ একটি

সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় যখন  
আন্তর্য্যিক কোনও বৈঠকে বসছে  
সেই সময়েও তারা কর্মচারী বঞ্চনা  
নিিয়ে খোলাসালা আলোচনা  
করছে। শুধু তাই নয়, আজ  
দিনে কর্মচারীদের একটা বিরাট  
অশ্বক বর্তমান সরকারের আমলে  
কর্মচারী বঞ্চনার বিষয়ও  
মীরবে চেপে গেলেও কোনও  
কোনও সংগঠন তাকে সরব  
আবার সরকার ঘনিষ্ঠ একটি  
সংগঠন কর্মচারীদের দাবিও  
নিিয়ে হেমনভাবে কিছু করছে না  
বলে অভিযোগ। সরকারের  
সংগঠনভিত্তি করে আসা এই  
লেখপত্রটি কার্যত কর্মচারীদের  
ভয়ভীতি দেখিয়ে বিভিন্ন  
সংগঠনকে শামিল করানোর  
অভিযোগও উঠছে। এবার এই  
সূচ্যোগকে কাজে লাগিয়ে সরকার  
ঘনিষ্ঠ অপূর্ণ একটি সংগঠন  
কর্মচারীদের সমালোচনা না করে  
কর্মচারী বঞ্চনার বিষয়গুলো তুলে  
ধরবে। যতটুকু খবর, ডি.এ. কেন্দ্রীয়

হালের সপ্তম বেতন কমিশনের  
বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে  
সংগঠনটি তুলে ধরে। এখন  
এটা ই খোঁচা কর্মচারীদের  
বিষয়গুলো নিয়ে দুর্বীর আন্দোলন  
সংগঠিত করে অজ্ঞ বিশ্বাসদের  
লড়াইয়ের ইতিহাসকে স্মৃতিতে  
রখিয়ে নতুনভাবে কোন সংগঠন  
নয়া ইতিহাস তৈরি করতে পারে  
টে। শিক্ষকদের ফিল্ড পে-তে  
চাকরি প্রদান নিয়ে বর্তমান  
শিক্ষামন্ত্রী বাবু আমলে সর্বসা  
হয়েছিলেন। এখন তার আমলেই  
চলছে ফিল্ড পে-তে টে।  
উদ্বীর্ণনের চাকরি প্রদান। আসলে  
সবকালের থাকা আর বিজেপি  
শিবিরে থাকা দুটোর মধ্যে কে কথা  
বার্তায় নেতা বিশ্বাসকরের অমিল  
রয়েছে তার বড় উদাহরণ  
শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ভাবল  
ইঞ্জিনের সরকারের আমলে টে।  
উদ্বীর্ণনের ফিল্ড পে-তে রাখার  
বিষয়টি রীতিমতো ক্ষোভের  
অন্যতম কারণ।

পূর্ণাবধার মূর্তি। নেতাজির  
১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন  
উল্লেখ্যে এই মূর্তি বসানো  
হতে চলেছে। একটি টুইট  
ব্যাংগে এমনটাই ঘোষণা  
করলেন প্রধানমন্ত্রী নারেন্দ্র  
মোদী। গ্রানাইট পাথর দিয়ে  
তৈরি হতে চলেছে এই মূর্তি।  
প্রধানমন্ত্রী লেনেন, সমগ্র  
দেশ নেতাজি সভ্যায় চন্দ্র বসুর  
১২৫ তম জন্মবার্ষিকী  
উদ্যাপন করছে। আমি  
জানতে চাই, হিঙ্গো গাটে  
গ্রানাইট দিয়ে তৈরি নেতাজির  
বিলাস মূর্তি স্থাপিত হবে।  
দেশ যেভাবে তাঁর কাছে স্বাধী,  
তাইই প্রতীক হিসেবে তৈরি  
হতে চলেছে এই মূর্তি।” যত  
দিন না মূর্তি তৈরি হচ্ছে,  
তত দিন ওই জায়গায়  
নেতাজির হলোগ্রাম মূর্তি  
থাকবে। রবিবার হলোগ্রাম  
মূর্তি-র উদ্বোধন করবেন  
প্রধানমন্ত্রী।

ইন্ডিয়া গেটের মশাল  
নিভলো, শিখা মিশলো  
জাতীয় যুদ্ধসৌধের শিখায়

**ন্যাদিদির, ২১ জানুয়ারি।** দিদির ইন্ডিয়া গেমের সামনে অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখা মিশ্রো জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের শিখায়। সেনা জওয়ানরা এই অগ্নিশিখাকে বহন করে যান। মিশিয়ে দেন জাতীয় যুদ্ধসৌধের সঙ্গে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রয়াত সেনাদের স্মৃতিতেই ইন্ডিয়া গেমের কক্ষে অমর জওয়ান জ্যোতির প্রভীতা করেছিগে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তখন থেকে জুলছিল এই অনির্বাণ শিখা। কিন্তু সন্তুষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ৪০০ মিটার দূরে জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের অনির্বাণ শিখার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে অমর জওয়ান জ্যোতির সেই অনির্বাণ শিখা। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিখা বহন করে যুদ্ধ স্মারকে আসে বাহিনীর জওয়ানরা। গুণ্ডাবর বিকেলে দুই শিখা মিশে গেল। রইল কিছু বিতর্কের ধোঁয়া। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এমন মুহূর্তে প্রতিবাদে সরব হন বিরোধীরা। তাঁদের প্রশ্ন, কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল মোদি সরকার? আর এটা কী শহিদদের আত্মবলিদানের অমর্যাদা নয়? আরও প্রশ্ন ওঠে তবে অমর জওয়ান জ্যোতির শিখা কী নিভছে? এ নিয়ে মোদি সরকারকে ব্যবধা, অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখা নিভছে নয়। তাকে কেন্দ্র জাতীয় যুদ্ধ স্মারকে প্রজ্জ্বলিত শিখার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

## সদর কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি  
আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।  
আগামী ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি দুদিন  
ব্যাপী সদর জেলা কংগ্রেস কমিটি  
উদ্যোগে সাগঠনিক প্রশিক্ষণ শিবির  
অনুষ্ঠিত হবে । ২৬ জানুয়ারি বিকাল  
৫টায় এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে ।  
চলবে দীর্ঘ সময় । ২৭ জানুয়ারি  
সকাল ১১টায় এই প্রশিক্ষণ শিবির  
সমাপ্ত হয়ে এসি শেষ হবে  
আগরতলা পোস্ট অফিস  
টোহনিন্স্থিত কংগ্রেস ভবনে

প্রাশিক্ষণ শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে।  
এদিকে কংগ্রেসের উদ্যোগে ২৩  
জানুয়ারি নেতাজি জমজন্মভূমি, হত  
জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস এবং ৩০  
জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস  
পালন করা হবে। সংকল ৮টায় কর্মসূচি  
শুরুর হবে কংগ্রেস সভানেত্রীর  
গান্ধীঘাটে থাকবে কর্মসূচি। দলের  
তরফে জানানা হয়েছে আগরতলার  
পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গায়ও  
কর্মসূচি সংগঠিত হবে। থাকবে  
সেবামূলক নানা কর্মসূচিও।

# কোভিড কারণে পিছিয়ে সিপিএম'র রাজ্য সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি  
পরিচয়, ২২ জানুয়ারি ১৯৭১। রাজস্ব  
আগরতলাতে সিপিএম। কাজ  
সম্মেলন পিছিয়ে যাচ্ছে  
কেব্রয়ারির মাঝামাঝি রাজস্ব  
সম্মেলন আগরতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে  
বলে দলের তরফে 'রিং' সিদ্ধান্ত  
হয়েছিলো। একই সাথে  
আগরতলায় একই সম্মেলন  
কারণ সিদ্ধান্ত ছিলো সিপিএমর  
কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের এনে  
আগরতলায় রাজস্ব সম্মেলন করার  
সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তিনেলে  
করানো। তাই এখন আপাতত রাজস্ব  
সম্মেলন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত  
নিয়ে চলছে সিপিএম। দলের  
বিশ্বস্ত নেতৃত্ব জানিয়েছেন, বিষয়টি  
নিয়ে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে  
সম্মেলন এঁরা হতে পারে, খুলে খায়ে, এই  
সময়ে এই বিষয়গুলো শুধু তখন  
সিপিএম নেতা জানিয়েছেন, এই  
সময়ের মধ্যে ২৪টি মহকুমা কমিটির  
মাধ্যমে ২২টি মহকুমা গেছে।  
সম্মেলন শেষ হবে গেছে। দুটো  
মহকুমা কমিটির সম্মেলন এখন  
শেষ হয়নি। কুমারগঞ্জ এবং  
শোণসহর মহকুমা কমিটির সম্মেলন  
অনুষ্ঠিত হয়নি বলে জানা গেছে  
আবার আটটি সাংগঠনিক জেলা  
কমিটির মধ্যে পাঁচটি সাংগঠনিক  
জেলার কমিটির সম্মেলন সম্পন্ন  
হয়েছে। এখনও উন্মুক্ত, খোয়াই  
ও দক্ষিণ হিঙ্গুল জেলা সাংগঠনিক  
কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি  
রাজস্ব কমিটির এক নেতার বক্তব্য  
থেকে জানা গেছে, এই সময়ে  
কোনো পরিষ্কৃতিক্ত স্থান  
একই এসব সম্মেলন জ্বালো  
করা হবে। তবে রাজস্ব সম্মেলন  
কেব্রয়ারির মাঝামাঝি সময়ে হচ্ছে  
না বলে তা নিশ্চিত করেছে।  
সিপিএম নেতৃত্ব। পরবর্তী সময়ে  
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজস্ব সম্মেলন  
ও এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রশাসন  
সম্মেলন বাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে  
প্রকাশ্যে জানানো হবে। তবে

রাষ্ট্রাত্মক চলাকে এক্ষেত্রে করোনার নিষিদ্ধগণের সন্ধান বা কম দেখছে। সিপিএম নেতৃত্ব। সিপিএম প্রকাশ্য সমাবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও তা করোনাবিধির কারণে সত্ত্ব হাবে না। তবে সম্মেলন করা হাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে। সিপিএম বরাবরই অভিযোগ করে আসছে গত ৪ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী ঙ্গাঙ্গিত্বে তা অগতায়তা সমাবেশে সংগঠিত হওয়ার পর থেকে করোনার প্রভাব বেড়েছে এই রাজ্যে। এখন সিপিএম যদি কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করে এক্ষেত্রে পাট্টা জবাব দেওয়ার রাস পেয়ে যাবে বিজেপি। তবে বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব এই সময়ে করোনার প্রভাব বাড়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করছে না। এর আগে করোনার প্রভাব নিয়ে কর্তৃ সিপিএমকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায়েছিলো বিজেপি। প্যারাডাইসের কর্মসূচির পর রাজ্যে করোনার প্রভাব বেড়েছে বলে ঙ্গই সময় বিজেপি দাবি করেছিলো। ঙ্গু তাই নর, সিপিএম নতবোলে বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছিলো। এখন করোনার বাস্তব ব্যাখ্যা দিচ্ছে না বিজেপি নেতারা। ২৪ খট্টা আগে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে করোনার প্রভাব বাড়ার বিষয়ে বিজেপির মূল্যায়ন না করার কথাই প্রকাশে জানালেন এ নেতা। করোনার প্রাদুর্ভাব বা সমসাময়িক বিষয়গুলোর চেয়ে এই রাজ্যে বেশি রাজনীতি হয়েছে। তার চেয়ে বড় ঘটনা বর্তমানে করোনার উৎপেজ্ঞকর বৃদ্ধির সময়েও আর কারো ব্যাখ্যা করতে প্রকাশ আসছেন না বিজেপি নেতারা। তবে সিপিএম বরাবরই দাবি করছে, এই সময়ে করোনার প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধির কারণ গত ৪ জানুয়ারির জমাতে। এই সময়ে সিপিএম এই বিষয় নিয়ে কার্যতমাপক দল ও সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নতুন করে নিবেশের কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্টই সতর্ক বলে রাজনৈতিক মনো মনে করছে।

# কংগ্রেসের দিকে হেলে পড়লেন সুবল

[illegible]

আরও বলেন, ত্রিপুরা পিছিয়ে পড়া রাজ্য। অর্থনীতিতে ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে ত্রিপুরা। কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘ শাসনে ত্রিপুরা পিছিয়ে গেছে। পশ্চাৎ ত্রিপুরা যেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাকে আরও বনতায় পিছিয়ে দিয়েছে। গত চার বছরের শাসনে এ রাজ্যের মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। গুণ্ডি তাই নয়, ত্রিপুরার মতো রাজ্যে প্রতিদিনকার মতো ভুলটি হচ্ছে, লজ্জিত হচ্ছে না। মানুষের বেঁচে থাকার আধিকার নেই। মানুষকে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব রয়েছে। উন্নয়নের হোঁচা লাগেনি।

বিশেষ পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রজন্ম এ রাজ্যের নাগরিক ভাষাৎ প্রথমই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই, পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ও স্বাধীনভাবে অধিকার পানি এ রাজ্যের মানুষ প্রতিনিয় মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আক্রমণকারী নামিয়ে আনা হয়েছে। বাড়িঘরে হামলা চলছে। এসব চলছে প্রতিনিয়। তাই পূর্ণরাজ্যের দিলেপ্তর প্রভিন্সকে উপেক্ষা করে বিয়েরীপে প্রভিন্সকে করতে হচ্ছে। সুন্দর ভৌমিক বিষয়গুলো তুলে ধরে বলেন, সময় এসেছে এর বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়াতে। তাই আবাবও আশা প্রকাশ করে বলেছেন, ২০২৩

মালে তৃণমূল এ রাজ্যের ক্ষমতায় এসে পূর্বপ্রজাতির প্রভাব সৃষ্টি করেছে। দলের সংগঠন প্রকৃতি ১৯৮৭ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নন্দালীপুরস্থিত ক্যাম্প অধিবেশন দিলটি পালিত হয়। গতকাল উজ্জ্বল সন নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সশক্তি ভাবে সুবল তামিল রাজ্যের ক্ষেত্র উন্মোচন দেন। রাজ্য সরকারের সমালোচনায় একদিকে যেমন সরব হয়েছে চিকিৎসা বৈমনিংকং সুর চড়িয়েছেন রাজনৈতিক মহল মনে করছে কংগ্রেসের লীড শাসনের কার্যত ছাড় দিয়ে ফিল্ড ভোমিক দরজা সারি সফলকট দিয়েছেন। নিউজ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন

# হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
কমলপুর, ২১ জানুয়ারি।।

হেপাটাইটিস ফাইভেশন অফ  
প্রিপুরার উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায়  
প্রিপুরাজা দিবস পালন করা হয়ে  
ত্রিপুরা প্রণরাজ্য দিবসেসে  
হেপাটাইটিস ফাইভেশন অফ  
প্রিপুরা কমলপুর শাখার  
উদ্যোগে সালেমা কমিউনিটি  
হলে একরুদ্দান শিবির নিষ্ঠি  
হয়ে। বিভিন্ন সালেমা মণ্ডল  
কমিটির সহযোগিতায় এই  
আয়োজন ছিলো। এই পর্বে

উপস্থিত ছিলেন সালেমা  
পঞ্চয়েত সমিতির চেয়ারম্যান  
সুজিত বিশ্বাস, বিএসসির  
চেয়ারম্যান বিমল দেববর্মা, ধলাই  
জেলা পরিষদের সহ সভাপতি  
অনাদি সরকার, ডাক্তার শুভাশিস  
দে, ডাক্তার মনু দেববর্মা সহ  
অন্যান্যরা। বক্তৃদান শিবির  
ঘিরে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা  
গেছে। পূর্ণপ্রজা দিবসের  
হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ  
ত্রিপুরা সেবামূলক কর্মসূচি  
জারি রেখেছে।

## মহিলা মোটর কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি।  
আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।  
মহিলা মোর্চার উদ্যোগে  
আগরতলা সহ গোটা রাজ্যেই  
নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে  
সেবামূলক ভাবনায় এই কর্মসূচি  
চলছে করোনো পরিস্থিতিতে  
কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচির  
অঙ্গ হিসেবে এই সময়ের মধ্যে  
বিভিন্ন টিকাকরণ কেন্দ্রগুলোতে  
মহিলা মোর্চার তরফে পরিদর্শন  
করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চলছে  
কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসেবে

বোধজং বয়েজ, বোধজং গার্লস  
ও মহায়া গান্ধি মেমোরিয়াল স্কুল  
পরিদর্শন করেন প্রশংসে মহিলা  
মোচার সভানেত্রী বর্ণা দেববর্মণ  
রত্না দেবনাথ, চামিলী সাহা সহ  
অন্যান্যরা। সেবামূলক ভাবনায়  
বিজেপির মহিলা মোচার কর্মসূচি  
জারি রয়েছে সর্বত্রই। মূলত  
টিকাকরণ বিষয়ে মহিলা মোচার  
বর্তমান প্রেক্ষিতে সামাজিক  
দায়বদ্ধতায় কর্মসূচি জারি রাখা  
হয়েছে। আগরতলার পাশাপাশি  
বাজের অন্যান্য জায়গায়ও  
কর্মসূচি পালন করা হয়।

**প্রতিবাদী কলম**  
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ  
 **7085917851**

# নির্দেশ অমান্য করে চলছে বিদ্যালয়



প্ৰেৰণাত কৰ্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন নিৰ্দেশনা পাওয়ায় ক্রাশ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের হাজিরা বাতায়ও দেখা থেকে রাজহাজিরা চলেছে। এই বিষয়ে বিদ্যালয় পরিচালনার সাথে যুক্ত সম্ভূত দেবনাথ জানান, এখন থেকে বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা যাবে, কোন প্রশ্ন হচ্ছে, কোমলদাস হাজিরা-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি তিনি নিশ্চিন্ত। শোনার অবিকার বেসকারির সম্বন্ধকে কে দিল? সাধারণ মানুষের মত হলো শুণ্ড এছাড়া না বিলাত বড়ত ও ক্রোধান সময় ঠিক এই রকম আচরণ করেছিল 'কুল্লপ কৰ্তৃপক্ষ'। সাধারণ মানুষের দায়িত্ব প্রশাসনিক নিৰ্দেশকে মানতা দিয়ে বন্ধ থাকত কুল্লপ। এই কুল্লপি যে বাড়িতে রয়েছেন সেই জায়গার মালিক অথবা কুল্লপের জানান, তিনিও অবাক হওয়ার সরকার নিৰ্দেশকে মানতা না দিয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যের কারণে কোমলুম ভুলে যাবে। কুল্লপ কৰ্তৃপক্ষ। প্রধান (দোষা, ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) প্রধান দিক রকম কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে?

[illegible]

আজ রাতের ঔষুধের দোকান  
ইস্টার্ন মেডিকেল হল  
৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ :** পারিবারিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় প্রতিকূলতার পরিবেশে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিয়ের যোগ আছে।

**বৃষ :** পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনদের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে পরিবেশে। তবে ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন।

**মিথুন :** সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দুষ্টিতা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

**কর্কট :** কর্মসূত্রে দিনটিতে শুভ ওজনীয়গণের সান্নিধ্য লাভ ও শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।

**পারিবারিক ব্যাপারে :** কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিয়ের লক্ষ্য আছে, তবে ব্যবসায় লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগে বৃদ্ধি যেহেতু মনোকেস্ত্রে যোগ আছে।

**সিংহ :** প্রচেষ্টানায় লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে।

**অধিক ক্ষেত্রে :** আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরি ক্ষেত্রে নিভেজ দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।

**কন্যা :** দিনটিতে চাকরিজীবীর অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকণ্ঠ ও দৃষ্টিভ্রান্ত থাকবেন। ব্যবসায় লাভবান হবার যোগ আছে।

**তুলা :** সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কর্মে যশবিরূপের সম্ভাবনা আছে। অর্থিক ক্ষেত্রে শক্তিবল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।

**বৃশ্চিক:** কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান বামেলোর সম্মুখীন হতে হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত থাকবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ আছে। অর্থ ভাগ্য শুভ।

**মিথুন:** দিনটিতে কর্মে বাধা-বিঘ্নের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বন্ধন সমন্বয় বা ব্যাবসায়ের হতাৎ কবন সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষতি বা বামেলো জড়িয়ে পড়তে পারেন। দিনটিতে সতর্ক থাকবেন।

**মকর:** সরকারি কর্মে চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। উর্ধ্বতনের সঙ্গে মতানৈক্য ও প্রীতিহীন লক্ষণ আছে। কর্মরত না পারলে পরিবর্তনেরও যোগ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দৃষ্টিভ্রান্ত বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনা কর্মে আনোর মতো পরিবর্তন করবেন না। তবে কোন অসুবিধা হবে না।

**কুন্ডলী:** প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত বৃদ্ধিদের কর্মভংগতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারিভাবে কর্ম উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যাবসায় লাভবান হবার লক্ষণ আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।

**মীন:** পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হওয়ার দিন। সন্তানে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়। সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি  
 ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক  
 সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।  
 প্রতিটি সারি এবং কলামে ১  
 থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই  
 ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩  
 ব্লকেও একবারই ব্যবহার  
 করা যাবে ওই একই নয়টি  
 সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি  
 যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার  
 প্রক্রিয়ায় মেনে পূরণ করা যাবে।

**সংখ্যা ৪১২ এর উত্তর**

6	1	5	7	4	2	9	8	3
3	8	7	6	1	9	5	4	2
4	2	9	8	5	3	1	7	6
9	4	6	3	7	8	2	1	5
1	7	2	4	6	5	3	9	8
8	5	3	9	2	1	7	6	4
2	6	1	5	8	7	4	3	9
5	9	4	1	3	6	8	2	7
7	3	8	2	9	4	6	5	1

ক্রমিক সংখ্যা — ৪১৩

	8					5	2	1
	1		8	2	9			
2	4	6	1	3				
6	7		4		8	2	3	5
4	5			1	2	6		
	3	2	7			4	1	8
				7				2
7						1		3
8					1		5	4



## নাইট কারফিউ দাপট গরু

## পাচারকারীদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২১ জানুয়ারি।। নাইট কারফিউতে একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে। বিশেষ করে চুরির ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাড়ি ঘর, দোকানের পাশাপাশি গবাদি পশুও চুরি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সোনামুড়ার মেলাঘর থানাধীন কামরাঙ্গাতলি এলাকায় এক বাড়ি থেকে তিনটি গরু চুরি হয়। সাদেক মিয়া'র পরিবার তিনটি গরুর উপরই নির্ভরশীল ছিল। প্রতিদিন দুধ বিক্রি করে তাদের সংসার চলে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে চোরের দল তার বাড়িতে হানা দিয়ে তিনটি গরু নিয়ে যায়। গভীর রাতেই তিনি প্রাকৃতিক কাজের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখনই ঘটনাটি জানাজানি হয়। সাদেক মিয়া'র বাড়ির সামনে গাড়ির চাকার ছাপ দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে চোরের দল গাড়ি নিয়ে এসে গরু চুরি করে পালিয়ে যায়। শুক্রবার ভোরেই মেলাঘর থানার পুলিশকে ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সাদেক মিয়া'র বাড়িতে এসে ঘটনার তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে নাইট কারফিউতে কিভাবে এ ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের দুর্বলতার কারণেই যে রাজ্যে অপরাধমূলক ঘটনা বেড়ে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি সাধারণ মানুষ বিশেষ প্রয়োজনে রাতে রাস্তায় বের হন, তাহলে পুলিশ তাদের চেপে ধরে। সেই জায়গায় চোর এবং পাচারকারীরা গভীর রাতে রাস্তায় বের হলেও পুলিশ তাদের আটকায় না। তাহলে কি রাতে পুলিশ টহলদারি বন্ধ করে দেয়? যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে শৈশবকালীন কারফিউ কার্যকরের কি অর্থ দাঁড়ায়?

## পড়ুয়াদের রক্তদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ জানুয়ারি।। রক্তদান জীবনদান এই স্লোগানকে সামনে রেখে দিননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে শুক্রবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উত্তর জেলার জেলা হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের প্রয়োজনীয় রক্তস্বল্পতা দূরীকরণে এগিয়ে এসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ধর্মনগরস্থিত দীননাথ নারায়ণী বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীরা। রক্তদান শিবিরে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কাবেরী নাথ, ধর্মনগর ব্লাড ডোনর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহর চক্রবর্তী। এছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে বিদ্যালয়ের ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। ব্লাড ডোনর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং আরও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যাতে এভাবে রক্তদানে এগিয়ে আসে তার জন্য তাদের প্রতিও আহ্বান রাখেন তিনি।

## আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জানুয়ারি।। বিষপানে দুই সন্তানের পিতার আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বিশালগড় থানাধীন নারান্ডীরা টিলা এলাকায়। ওই যুবকের নাম আখের মিয়া। বৃহস্পতিবার রাতে আখের মিয়াকে নিয়ে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, এক মহিলার সাথে তাকে দেখা যায় ওই রাতে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে অনেকে প্রতিবাদে সরব হন। তার বাড়িতেও ঘটনাটি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় আখের মিয়া বাড়িতে এসে বিষপান করে বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন ঘটনাটি টের পেয়ে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আখের মিয়াকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাকে পরবর্তী সময় হাঁপানিয়া হাসপাতালে রোগার করা হয়। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত তার শারীরিক অবস্থা সংকটমুক্ত হয়নি।

# বনকর্মীর অবৈধ ব্যবসা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি।। রক্ষকই যখন ভক্ষকে পরিণত হয় তখন সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? রাজ্যের বনজসম্পদ রক্ষার দায়িত্ব বনকর্মীদের। কিন্তু তারাই যদি বন ধ্বংসকারীদের মত কাজ করেন, তাহলে তো বন রক্ষা করা সম্ভব নয়। গোমতী জেলার এমনই এক বনকর্মীর বিরুদ্ধে অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। উদয়পুরে বন দফতরের লাইসেন্স প্রাপ্ত স-মিলের মাধ্যমে সেই বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বনকর্মী শিবু। গোটা জেলায় সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৫টি স-মিল আছে। আর সেগুলি দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন হাজারখানেক কর্মী। বিশেষ করে বিট অফিস এবং

ক্লাস্টার অফিসগুলির উপরই বেশি দায়িত্ব থাকে। কিন্তু তারা সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না বলে ক্রমাগত বন ধ্বংস হচ্ছে। জঙ্গল থেকে গাছ কেটে সেগুলি কাঠ চেরাই করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে গোমতী জেলার শিবু এখন অনেকটাই এগিয়ে। বনকর্মীরাই বলছেন অনেকদিন আগে থেকেই শিবু বেআইনি ব্যবসার সাথে জড়িত। কারণ তার অধীনে দু-তিনটি বিট অফিস আছে। সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে শিবু দিনের পর দিন মুনাক্ষা লুটছে বলে অভিযোগ। বন দফতরের জায়গায় গড়ে উঠা গাছ বাঁকা পথে কেটে স-মিল পর্যন্ত নিয়ে আসার দায়িত্ব শিবুর। যাদেরকে দিয়ে শিবু কাজ

করায় তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থও আদায় করে সে। যখন কোন গাড়িতে করে লগ বোঝাই করা হয় তাতে হেয়ার নম্বর লাগিয়ে দেন বনকর্মীরা। তাই বন দস্যুদের সব সময় বনকর্মীদের খুশি রাখতে হয়। অন্যথায় বেধভাবে কাঠ চেরাই করে কিংবা লগ নিয়ে আসলেও হেয়ার নম্বর বসানোর ক্ষেত্রে টালবাহানা করা হয়। আর এরকম করেই শিবুদের মত বনকর্মীরা প্রত্যেক গাড়ি থেকে অর্থ আদায় করে বলে অভিযোগ। প্রতিদিন তাদের কত টাকা রোজগার হয় তার কোন হিসেবে নেই। দিনের পর দিন যদি এভাবেই বনকর্মীরাই অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যায়, তাহলে এ রাজ্যের বনজসম্পদ কতটুকু রক্ষা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

# সিএনজি সংগ্রহেই কেটে যাচ্ছে দিন, অসহায় চালকরা হতাশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জানুয়ারি।। মহকুমার একমাত্র সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এসে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন অটো চালক সহ অনান্য যান চালকরা। অভিযোগের তির ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস

অন্যান্য চালকরা। বিশেষ করে অটো চালকদের সমস্যার তো চরম আকার ধারণ করেছে। ফিলিং স্টেশনে আসা অটো চালকদের অভিযোগ, সিএনজির জন্য রাত ৩:৩০ মিনিটে এসে দীর্ঘ লাইন ধরেও সকাল ১১:০০ টা বেজে

বেরিয়ে তাদের আর গাড়ি চালিয়ে রোজগার করার সম্ভব হয় না। সব মিলিয়ে বলা চলে মহকুমা'র একমাত্র সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এসে চরম ভোগান্তির শিকার অটোচালক-সহ বিভিন্ন যানবাহন চালকরা। তাছাড়া গাড়ি চালিয়ে পয়সা রোজগার করা পর্যন্ত দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের। অন্যদিকে সিএনজি ফিলিং স্টেশনটির অপারেটর বিরাজ দাস জানান, যে অফিশিয়ালভাবে নাকি সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশনটি যান চালকদের পরিষেবা প্রদান করা হয়। আর ফিলিং স্টেশনে সিএনজি দেওয়ার সময়সীমা কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেয় বলে জানায় ফিলিং স্টেশনের অপারেটর। এখন দেখার বিষয়, টি এন জি সি এল এর এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যান চালকদের সমস্যা দূরীকরণে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।



কোম্পানি লিমিটেডের অধীন তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাওয়াইবাড়িস্থিত একমাত্র সিএনজি ফিলিং স্টেশনের বিরুদ্ধে। এই ভোগান্তির শিকার দীর্ঘদিনের। এমনটাই অভিযোগ করে জানানেন সিএনজি সুবিধাভোগী অটো-সহ

গেলেও তাদের সিএনজি মেলে না। একপ্রকার আক্ষেপের সুরে অটো চালক জানান যে, তাদের রুজি, রোজগারের একমাত্র সম্ভব এই অটো। কিন্তু দীর্ঘ লাইন ধরে ছয়-সাত ঘণ্টা অপেক্ষার পর সিএনজি ফিলিং করে গাড়ি নিয়ে

# ২ কোটির ব্রাউন সুগার উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ জানুয়ারি।। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল পুলিশ। উত্তর জেলার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার ড. কীরণ কুমার কের নেতৃত্বে এদিন অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ধর্মনগর কলেজ রোডস্থিত ফ্লয়ার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাবিদ আলির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার। ১৫টি কন্টেইনারে ব্রাউন সুগার মজুত ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, নেশা কারবারের সাথে জড়িত সাবিদ আলির ছেলে আমিনুল হক। তবে অভিযুক্ত এখন পলাতক। খুব শীঘ্রই তাকে জালে তোলা সম্ভব হবে। উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি

টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিনের অভিযানে নবনিযুক্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌমা বেববর্মার সাথে ছিলেন। পুলিশের



কড়া মনোভাব সত্ত্বেও নেশা কারবার কে রমরমিয়ে চলছে তা আবারও এদিনের ঘটনায় প্রমাণিত হল। পুলিশ কুখ্যাত নেশা কারবারীদের

জালে তুলতে না পারলে কোন দিনই রাজ্য নেশামুক্ত হবে না বলে নাগরিকদের অভ্যন্ত। ধর্মনগরবাসী চাইছেন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তারা

## গাঁজা বিরোধী অভিযান চলছেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া/ কমলাসাগর, ২১ জানুয়ারি।। শুক্রবারও পুলিশের উদ্যোগে বেশকিছু গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়। এদিন বিলোনিয়া পিথাংবাড়ি থানার পুলিশ বিএসএফ জওয়ানদের সাথে নিয়ে কমলপুর



ইন্দ্রানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে প্রায় ৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। বিএসএফ ১৩০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা এই অভিযানে ছিলেন। একইভাবে মধুপুর থানার পুলিশ বিএসএফ এবং বনকর্মীদের সাথে নিয়ে ৪৩টি ছোট-বড় বাগান ধ্বংস করে। পুলিশের দাবি এদিন ১ লক্ষ ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

## পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে রক্তাক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জানুয়ারি।। পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে রক্তাক্ত হলেন এক যুবক। বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন অফিসটিলার নমঃপাড়ায় এ ঘটনা। এলাকার প্রাণঘণেব নমঃ প্রতিশোধী কৃষ্ণ নমঃ'র কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। ঘটনাটি অনেকদিন আগের। কৃষ্ণ বেশ কয়েকবার তার কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ নয় কাল বলে সময় নিতে থাকে প্রাণঘণেব। শুক্রবার দুপুরে ফের প্রাণঘণেবের কাছে টাকা চাইতে যান কৃষ্ণ। অভিযোগ, তখনই তাকে রাস্তায় ফেলে প্রাপ্ত মারধর করা হয়। এলাকাবাসীও অভিযোগ জানিয়েছেন, অভিযুক্ত প্রাণঘণেব এলাকায় বখাটে হিসেবেই পরিচিত। তার হাতে আরও অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। এ দিনের ঘটনার পর বিশালগড় থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আহত কৃষ্ণ নমঃ'কে ঘটনার পর তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তারাও চাইছেন অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি হোক।

## উল্টে গেলো গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২১ জানুয়ারি।। অল্পের জন্য রক্ষা পেলো ঘর। গভীর রাতে একটি চার চাকার গাড়ি ঘরের সামনে গিয়ে উল্টে যায়। ঘটনাটি হয়েছে মোহনপুরের তুলাবাগান চৌমুহনির ভারত পেট্রোলিয়ামের কাছে। রাত তিনটা নাগাদ ঘরের সামনে বিকট আওয়াজে ঘুম ভাঙে সুকুমারের। তিনি বেরিয়ে দেখেন তার ঘরের সামনে টিআর-০১-০১৬৬ নম্বরের একটি গাড়ি উল্টে আছে। গাড়ির ভেতর কেউ নেই। কাছাকাছি ডাক দিয়েও তিনি



কাউকে পাননি। খবর দেন সিাংই থানায়। পুলিশ এসে গাড়িটি উদ্ধার করে। তবে অল্পের জন্য গাড়িটি সুকুমারের মায়ির ঘরে থাকা দেখনি। এলাকাবাসীদের দাবি, গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচল করে মোহনপুরের রাস্তায়। যে কারণে রাতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। রাজ্য জুড়ে ৮টা থেকে নাইট কারফিউ জারি করার ঘোষণা রয়েছে সরকারের। অথচ মোহনপুরে নাইট কারফিউতেও গাড়ি চালাচল করে বলে অভিযোগ। কিন্তু পুলিশ রাতে নাইট কারফিউ কার্যকর না করে ঘুমিয়ে থাকে বলে অনেকেরই দাবি। আবার রাতে নেশা কারবারিরাও গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করে। সীমান্ত এলাকা দিয়ে রাতে গাঁজা এবং ফেলিডিল পাচার করা হয়। তাদের সঙ্গে পুলিশের আগাম চুক্তি থাকে। এই কারণেই রাতে ইচ্ছে করে পুলিশ নাইট কারফিউ কার্যকর করতে ঠিকভাবে কাজ করে না বলে অভিযোগ।

## তিপ্রা মথার সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জানুয়ারি।। প্রোটার তিপ্রালায়ন্ডের দাবি নিয়ে পূর্ব টাকারজলা ভিলেজ কমিটির ঞং ওয়ার্ডে শুক্রবার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন টাকারজলা সাব-জোনালের চেয়ারম্যান আপন দেববর্ম। সভায় উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের প্রোটার তিপ্রালায়ন্ডের দাবি সম্পর্কে বুঝান দেলায় নেতৃত্ব। জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিপ্রা মথা কি ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। সভায় লোকজনের উপস্থিতি কম হলেও ছোট ছোট সভার মধ্য দিয়ে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব আগামী ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের আগে নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলছেন।

## বিল পাচ্ছেন না মালিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ নিগমে গাড়ি খাটিয়ে বিল পাচ্ছেন না মালিকরা। বিশালগড় ডিভিশনের ৪টি সাবডিভিশন থেকে এমনিই অভিযোগ উঠে এসেছে। মালিকদের অভিযোগ, গত ৫ মাস ধরে তাদের বিল মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। মালিকরা বখবার নিগম কর্তাদের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু হচ্ছে হবে বলে সময় কাটিয়ে দেওয়া হয়। একদিকে ঠিকদাররা কাজ করেও বিল পাচ্ছেন না। বছরের পর বছর তাদের নিগম অফিসে চক্কর কাটছেন। আন্দোলন করেও তারা বুকে উঠতে পারছেন না কেবে নাগাদ বিল পাবেন। এখন গাড়ি মালিকরাও আন্দোলনের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। অনেকেই ঋণ করে গাড়ি কিনে ভাড়া খাটাচ্ছেন। কিন্তু বিল না পাওয়ায় তারা ঋণের কিস্তিও দিতে পারছেন না। একইভাবে মিটার রিডারও পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। তারাও টাকার জন্য নিগম অফিসে গিয়ে বারবার কর্তাদের কাছে ধর্না দিচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে, নিগম কর্তৃপক্ষ কেন সব অংশের নাগরিকদেরই হয়রানি করছে? আদৌ তারা পারিশ্রমিকের টাকা হাতে পাবেন কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলছেন না। কি কারণে সব ক্ষেত্রেই এ ধরনের গাফিলতি চলছে তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, আগে যখন দফতর ছিল ততটা সমস্যা হয়নি। নিগম হওয়ার পর থেকে মানুষের সুবিধার চাইতে অসুবিধাই বেশি হচ্ছে।

# দু-বছর পর ছেলেকে মায়ের কাছে ফেরালেন স্বরূপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ জানুয়ারি।। এ যেন ঠিক হিন্দি সিনেমার প্রতিচ্ছবি। বাস্তবেও যে এমনটা হতে পারে তা অনেকেই ভাবতে পারছেন না। দু-বছর পর নবীন তার মাকে ফিরে পেলেন। সৌজন্যে সোশাল মিডিয়া এবং পুরো ঘটনা জেনে সিদ্ধান্ত নেন তাকে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। কাজের ফাঁকে নবীনের সাথে গল্প শুনর করেন

বাসিন্দা স্বরূপ মিয়া। ঘটনাক্রমে তার দায়িত্ব পড়ে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। সেখানেই তিনি নবীনকে দেখতে পান। তখনই তিনি নবীনকে দেখে এবং পুরো ঘটনা জেনে সিদ্ধান্ত নেন তাকে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। কাজের ফাঁকে নবীনের সাথে গল্প শুনর করেন

তখনই ভবানীপুর এলাকার পবনচাকো নামে একটি গ্রামের নাম বের হয়ে আসে। ওই নামটি নাকি প্রায়শই অস্পষ্টভাবে নবীনের মুখে আগেই তিনি শুনেছিলেন। তখনই ওই গ্রামের একটি কোচিং সেন্টারের কোন নম্বর বের করে যোগাযোগ করেন স্বরূপ। সেন্টারের ব্যক্তি



স্বরূপ। এক সময় তিনি তার নাম জানতে পারেন। পরে এও জানেন নবীনের বাড়ি বিহারের ভবানীপুরে। বিহারের ভবানীপুর দিয়ে ফেসবুকে সার্চ করে সবাইকে নবীনের ছবি পাঠান স্বরূপ। কিন্তু কেউই নাকি তার আবেদনে তেমন সাড়া দেননি। তবে হাল ছাড়েননি স্বরূপ। উপায় না পেয়ে অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার রাতে ফের সামাজিক মাধ্যমে সার্চ করতে থাকেন স্বরূপ।

তিনি ঘটনাটি বিস্তারিত জানান। এরপরই নবীনের একটি ছবি পাঠানো হয়। সেই ছবি দেখে থামের লোকজনই নবীনের পরিবারকে খোঁজে বের করেন। বুধবার রাতে নবীনের পরিবার জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ছুটে আসে। স্বরূপ তাদের ছেলেকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন। বিশেষ করে নবীনের মা ছেলেকে কাছে পেয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি স্বরূপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

# ইট সংকটে স্তব্ধ উন্নয়নমূলক কাজ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিবাজার, ২১ জানুয়ারি।। গত দুই মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে জোলাইবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্লকের অঙ্গুণ্ডত বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে ইটের সংকটে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এতে করে শ্রমিকরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, ঠিক তেমনি সরকারি কাজও সম্পন্ন হতে দেরি হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা এই পরিস্থিতিতে মহা ফাঁপরে পড়েছেন। জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিও ডা. অভিজিৎ দাসকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি কিছু বলতে চাননি। তবে এতটুকু জানান, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেওয়া হয়েছে। তবে জোলাইবাড়ি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে থাকার বিষয়টি শিকার করেছেন।

তিনি জানান, জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীনে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করার বাকি সব সংগ্রাম পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে। শুধুমাত্র ব্লকের অধীনে বরাত পাওয়া ইটভাটা থেকে ইট সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে না। সেই কারণে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বন্ধ হয়ে আছে। তারা চাইছেন এ বিষয়ে জেলাশাসক দ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। যাতে করে উন্নয়নমূলক কাজ আগামী দিনেও জারি থাকে। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যের বেশ কিছু ইটভাটায় কাজ বন্ধ হয়ে আছে। কয়লা সংকটের কারণে ভাটাগুলিতে কাজ হচ্ছে না। এর প্রভাব পড়ছে উন্নয়নমূলক কাজেও। প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত বিষয়গুলি নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। তাই জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে আধিকারিকরাও বেকায়দায় পড়েছেন।

Notice Inviting e-Tender	
The undersigned is hereby invite e-tenders from interested, resourceful and experienced suppliers/ manufacturers for "Supply & Installation of Electronics Laboratory Equipments". Tender ID- 2022_WPH_25784. 1 Bid submission end date: 09/02/2022 upto 5.00 PM. For details kindly visit the website <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a>	
ICA-C-3440-22	Sd/- Illegible Dr. Tirtharaj Sen Principal Women's Polytechnic Hapania, Agartala

PNleT No:- 67/EE/PWD(DWS)/AMB/2021-22					
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-					
Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNleT 98/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2021-22.	Rs. 6935996.00	Rs. 69360.00	180 (One Hundred Eighty) days	Approp- riate Class
2.	DNleT No.104/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2021- 22.	Rs. 6936659.00	Rs. 69367.00	90 (Ninety) days	
♦ Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 04-02-2022 up to 15.00Hrs      ♦ Date and Time for Opening of BID : 07-02-2022 at 16.00 Hrs for sl No 01 & 16.30 Hrs for SI No 02.					
♦ Website for Document Downloading and Bidding at Application: <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a>					
♦ Tender Fee : 2,500.00 each, (non refundable) for SI No 01 & 1000.00 each, (non refundable) for SI No 02.					
♦ Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNleT through <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a> for any query M-943635599955 / 03826-267230					
All details are available in the <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a>					
ICA-C-3448-22			Sd/- Illegible (Er. H. Chakma) Executive Engineer DWS Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura		



# এক নজরে

# চাকরির খবর

\* পদের নাম : **অফিসার, ইকুপেন্ট, অডিটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)** হবে।  
শূন্যপদ : ২ হাজার (সভাব্য),  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/  
বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ...  
ইত্যাদি গ্র্যাডুয়েট ডিগ্রি পাশ,  
নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,  
বয়স : ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
২৩ জানুয়ারি,  
এপ্রিলে কম্পিউটার ভিত্তিক  
পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **অফিসার গ্রেড-এ (সেবি)**  
শূন্যপদ : ১২০টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/  
বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ...  
ইত্যাদি গ্র্যাডুয়েট ডিগ্রি পাশ,  
বয়স : ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
২৪ জানুয়ারি,  
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০  
ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র - আগরতলা।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **সুপারভাইজর, টেকনেশিয়ান (নোট প্রেস)**  
শূন্যপদ : ১৪৯টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইটিআই,  
ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,  
বয়স : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
২৫ জানুয়ারি,  
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা  
ফেব্রুয়ারি/ মার্চে, কেন্দ্র কল  
লোটারে জানানো হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **এগ্রেন্টিস (ম্যাজান)**  
শূন্যপদ : ১৬৬টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিপ্লোমা,  
ডিগ্রি পাশ,  
বয়স : ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
২৫ জানুয়ারি,  
মোবাইলক্রে বাছাইকৃতদের  
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল  
লোটারে জানানো হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **সুপারভাইজর, ইনভেস্টিগেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**  
শূন্যপদ : ৫০০টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/  
বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ...  
ইত্যাদি গ্র্যাডুয়েট ডিগ্রি পাশ,  
নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,  
বয়স : অনূর্ধ্ব ৫০ বছর  
(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী  
ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
২৫ জানুয়ারি,  
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র  
ও তারিখ কল লোটারে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **পিজিটি, টিজিটি, পিআরটি (আর্মি স্কুল)**  
শূন্যপদ : ৮৭০০টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা :  
উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,  
ডিএলডি, বিএড থাকলে  
আগ্রহীকার পাবেন,  
বয়স : ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
২৮ জানুয়ারি,  
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার  
তারিখ কল লোটারে জানানো  
হবে, কেন্দ্র - আগরতলা।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **ল্যাব টেকনেশিয়ান (বহিঃ রাজ্য)**  
শূন্যপদ : ২৮৩টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিএমএলটি,  
বিএমএলটি পাশ,  
বয়স : ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
৩০ জানুয়ারি,  
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র  
ও তারিখ কল লোটারে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **এম.ও. (বহিঃ রাজ্য)**  
শূন্যপদ : ২৮৩টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : এমবিবিএস  
পাশ,  
বয়স : ২২-৪২ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
৩০ জানুয়ারি,  
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র  
ও তারিখ কল লোটারে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **ইন্জিন ড্রাইভার, কন্ডাক্টর (কোর্স গার্ড)**  
শূন্যপদ : ৯৬টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক,  
উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,  
ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে,  
বয়স : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত  
হয়েছে,  
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র  
ও তারিখ কল লোটারে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **এল. ডি. অ্যান্স্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট (সিবিআর),**  
টিপিসটির মাধ্যমে,  
শূন্যপদ : ৫০টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক  
পাশ, কম্পিউটার প্রদত্ত মিনিটে  
৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার  
দক্ষতা থাকতে হবে,  
বয়স : ১৮-৪০ বছর (বিশেষ  
ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী  
ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ  
তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত  
বাড়ানো হয়েছে,  
রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত  
পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **আশা কর্মী (বহিঃ রাজ্য)**  
শূন্যপদ : ২৬৮টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক  
পাশ,  
বয়স : ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর  
শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,  
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র  
ও তারিখ কল লোটারে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **এমটিএস, ফুক, বার্বার (ডিফেন্স)**  
শূন্যপদ : ৬৫টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক,  
উচ্চমাধ্যমিক পাশ,  
বয়স : ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর  
শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,  
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র  
ও তারিখ কল লোটারে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **এগ্রেন্টিস (রেল ফ্যাক্টরি)**  
শূন্যপদ : ৫৬টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক  
পাশ,  
বয়স : ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত  
ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ  
৩১ জানুয়ারি,  
মোবাইলক্রে বাছাইকৃতদের  
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল  
লোটারে জানানো হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **অপারেটর (কোলফিল্ড)**  
শূন্যপদ : ৩০৭টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক,  
আইটিআই পাশ,  
বয়স : অনূর্ধ্ব ৪০ বছর  
(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী  
ছাড় রয়েছে),  
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর  
শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি,  
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র  
ও তারিখ কল লোটারে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০

\* পদের নাম : **সুপারভাইজর (আইসিডিএস, ত্রিপুরা),**  
টিপিসটির মাধ্যমে,  
শূন্যপদ : ৩৬টি,  
শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/  
বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/  
বিক্রে ... ইত্যাদি গ্র্যাডুয়েট ডিগ্রি  
পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি  
নেই, তবে বাংলা/ ককবকর ভাষা  
জানা সহ কিছু বাঙ্কানীয়া যোগ্যতা  
প্রয়োজন,  
বয়স : ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ  
ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫  
বছরের ছাড় রয়েছে),  
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ  
তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত  
বাড়ানো হয়েছে,  
রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত  
পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো  
হবে।  
০-০-০-০-০-০-০-০-০

## অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা

# আর্মি স্কুলে ৮৭০০ শিক্ষক

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।** ত্রিপুরা, অসম, নগৰ, ওড়িশা, বিহাৰ আদি সহ সারা দেশে ১৩৬টি আৰ্মী পাবলিক স্কুলে ৮৭০০ শিক্ষক নিয়োগ হ'ছে। আবেদন কৰতে হ'বে অনলাইনেৰ মধ্যমে, পরীক্ষাও নেওয়া হবে অনলাইনে।  
আৰ্মী স্কুলে শিক্ষক পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৪-২০২১-এর হিসেবে অনুধৰ ৪০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এ এস/এ সিটির জন্যও বয়সের উর্ধবসীমা ৪০ বছর, তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধবসীমায় ছাড় রয়েছে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুযায়ী পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-কিরতে না পাৰা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীয়াও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন কৰতে পারেন। শূন্য পদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত বং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তিতে।  
নিয়োগ হবে এই পদগুলোতে : ক্রমিক নং (১) পিজিডি - পোস্ট গ্ৰাডুয়েট টিচার ; শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বৰ পেয়ে পোস্ট গ্ৰাডুয়েটে পাশ হতে হবে।  
সন্তে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বৰ নিয়ে বিএড পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (২) টিচিং - ট্রেইনং গ্ৰাডুয়েট টিচার ; শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বৰ পেয়ে গ্ৰাডুয়েটে পাশ হতে হবে। অথবা, অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বৰ পেয়ে পোস্ট গ্ৰাডুয়েট পাশ হলেও আবেদন কৰা যাৰ। সঙ্গে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বৰ নিয়ে বিএড থাকা হ'বে।  
বিএড পাশ হতে হবে। ক্রমিক নং (৩) পিজারটি - প্রাইমারি টিচার (শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বৰ পেয়ে গ্ৰাডুয়েটে পাশ হতে হবে। সঙ্গে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বৰ নিয়ে বিএড থাকা হ'বে।  
বছরের ডিভেলপমেন্ট পাশ হতে হবে।  
দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন কৰে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেইল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সেই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্থান কৰে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলিবেন, ছবির ডাইমেনশন মেন হয় ২০০ বাই ২০০ পিক্সেল আপ মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ কৰতে হবে জেপিঞ্জি বা জেপিএফ ফর্ম্যাটে)। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সাইটিকিটে বা সংসাপত্রও স্থান কৰে রাখতে হবে আপলোড করার জন্য।

# সুপারভাইজর পদে নি

# শেষ তারিখ ১৫

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।** সুপারভাইজর পদে চাকরি কৰে বিশেষ প্রার্থীদের জন্য বয়সের উর্ধবসীমায় ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে। টিপএসসি-র ভরফ থেকে এমন এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তা জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো।  
সুপার সর্বকারের সমাজ কল্যাণ ও ত্রিমুখ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে টিপএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিএস/ বিই/ বিটেক... ইত্যাদি গ্ৰাডুয়েটে ডিগ্রি পাশ, অবশ্যই কৌশল ও কড়াডি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঙ্কনীয়া যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স : ১৮- ৪০ বছর বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), ডিসচার্জড ১০৩২৫ এতহক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুধৰ ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।  
অনলাইনে দরখাস্ত জমাৰ শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।  
প্রস্তাৱিত খবৰ হলো, রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা, মূল পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।  
বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২১। এবারও প্রার্থীরাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে।  
প্রথম হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মেইন বা মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। মূল পরীক্ষায় সফল

# অনলাইনে দরখাস্ত পা

# অধীনে বয়সেত্তীর্ণ বে

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।** কেন্দ্রীয় অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডে ইন্টাভেস্টিগেটর এবং সুপারভাইজর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিএস ... ইত্যাদি গ্ৰাডুয়েটে ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াডি নেই, বয়স : ২০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি।  
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লোটারে জানানো হবে। একেথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডে ইন্টাভেস্টিগেটর এবং সুপারভাইজর হিসাবে ৫০০ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।  
উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২৫-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে অনুধৰ ৫০-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত কৰতে পারেন।  
দরখাস্ত করার কবেলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন কৰে, ২৫ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি।  
বীা বাঙ্কা, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেইল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সেই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্থান কৰে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন মেন হয় ২০০ বাই ২০০ পিক্সেল, আপ মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ কৰতে হবে জেপিঞ্জি বা জেপিএফ ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একমলে সম্পূর্ণ কৰতে না পারলে সেভ কৰে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেইল ঠিকানা/ মোবাইল নাম্বার এমনসক কৰে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বৰ ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বৰ ও পাসওয়ার্ড যত্ন কৰে রেখে দেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে।  
পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বৰ ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুঁজে বাকি কাজ শেষ কৰতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ও ব্যবস্থা পূর্ণ।  
আপনার পক্ষ থেকে কাজ চড়াও হয়ে গেলে

অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একপরে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভে করে রাখারপক্ষে, তাহলে আপনার ইমেইল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগাবেন। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সর্বসম্মতধর্মের সুযোগ পাবেন ও বার ক্রিড়া শুরু হয়ে গেলে অনলাইন বার্ষিকীরয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার বিবরণি জানতে ফি জমা দেবেন। এছাড়া, অনলাইনে ফি জমা দিলে, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিমনচার স্বাক্ষর, সকল লৌহ ডকুমেন্টস প্রদান করে দাব্যবিত্তি খাড়া প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। নেট-ব্যাকগ্রাউন্ডে মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়ীকরণ। এককক্ষীয়, ইন্টারনেট ব্যাকগ্রাউন্ডের মাধ্যমে কাটাঠানোই অত্যধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাংক/ অর্থিক মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পক্ষটিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় নথি পরামর্শ সাইটেই পাঠানো দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার ভোরেটোড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নোটে, কোথায় পঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানোর কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কলকাতার জিডিও লাগবে মূল পেমেন্ট চানান, ছবিওনা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, পান কার্ড, কলেজের আই কার্ড) একটাই ছবিওনা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাজ রেখে দেবেন। ই-টার্নমেন্টে জকে পেমেন্ট সমস্ত প্রমানপত্র (যাঁহ ক্ষেত্রে যথা-দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ই-টার্নমেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের কপিও আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ের প্রশ্নের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্নোবের সম্বন্ধে আগ্রহ বিস্তারিত দেখা, বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেকে কর্মবর্তা নিউজ স্যুআপে অফিসের হোয়াটস স্যুআপে ৯৪৩৬১২০০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেসারীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথবাড়ি রোডটির 'কর্মবর্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস স্যুআপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেন। মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার কল্যাণের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত যোগ্যিত বিজ্ঞাপন বা জব এলটি পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস আপ নম্বরে।

পরীক্ষা হবে অনলাইনে

● এরপর দুইয়ের পাছা

পরীক্ষা হবে অনলাইনে

- এরপর দুইয়ের পাতায়

## সুপারভাইজর পদে নিয়োগে বিশেষ সুযোগ

শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি

**কর্মবার্তা। নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।** সুপ্রাচ্যভাইজর পদে চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রার্থীদের জন্য ব্যবসার উপবর্ধনায় ছড় যোগ্যতা করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে দরখাস্তসমীমাও বাড়ানো হয়েছে। টিপসএসসির তফস থেকে এমএম এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তা জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির ওঙ্করুদ্বয় অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো।

ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিকর। দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপ্রাচ্যভাইজর পদে টিপএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/ বিসম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্যাজেট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোটাও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ বিচ্ছ বাঙ্কনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স : ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার নিয়ম অনুযায়ী) ৫ বছরের

ছাড় রয়েছে), ডিসচার্জড ১০৩২৩ এত্হক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুবর্ধন ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পেরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপ্রাচ্যভাইজর পদে প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, মূল পরীক্ষাও পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৮ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তি নং - ০৬/২০১১। এবারও প্রার্থীরাছাই হবে বিস্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথম হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মৌন বা মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে। মূল পরীক্ষায় সফল

হলে পরে ঢাকা হবে পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য। তবে আবেদনের আগে প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের বিভাগের মধ্যে শিক্ষাগত ও বাঙালীয় যোগ্যতাসহ বয়সের উপরীক্ষণী ইত্যাদি দেখে নিতে হবে। এককক্ষীয় সামগ্রিক বিষয়ে উপযুক্ত নম্বর হলেই আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ বিকেল ৫টাের মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএন কার্ডধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্নে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি ঠিকি ও পাসওয়ার্ড ই-মেইল আইডি তৈরি করে রাখুন।

থেকে দরখাস্ত একবরে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেইল/চিকি/ মোবাইল এনএমএসএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড মধ্য করে রেখে দেখেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে দেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাতিল কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইনে পেনেটের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ডিউ-নিগমোবর স্ট্যান্ডিং, কল লেটের ফাটলগোবর কারানোর বাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কন্সট্রাক্টর জেনারেলিটে ডরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেনে, কোথো পঠাতে হবে না। ফি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের  
অধীনে বয়সোত্তীর্ণ বেকারদের ৫০০ চাকরি

**মর্মবর্তা নিউজ** ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সংস্থা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ইনভেস্টিগেটরি এবং সুপ্রাভাইজর কেবল নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপাও ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্যাজেটেড ডিগ্রি পাশ, নম্বরের মধ্যে কোন কড়াকড়ি নেই, বয়স : অল্পদূর ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে) নিয়মানুযায়ী ছড় রয়েছে, অনলাইনে দরখাস্ত শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, বাছাইহস্তমের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল শোটারে জানানো হবে এককথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডেই ইনভেস্টিগেটরি এবং সুপ্রাভাইজর হিসাবে ৫০০ শূন্যপাও নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যিকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২৫-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে অনুদূর ৫০-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত করতে পারেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করুন, ২৫ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগেই নিজেসব একটি বৈধ ও নির্ভরযোগ্য ই-মেইল আইডি স্থানীয় রাখবেন নিজের ই-মেইল এখানে পাঠাবেন এবং স্বাক্ষর করার রঙিন ফটোও স্থানীয় করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোকা ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী বাকগাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইনামেশন বোঝে হয় ২০০ বাই ২০০ পিক্সেল, মাপ ১০০-২০০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষর করে ক্ষেত্র ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি) নিজে নিজেই হাতে জেপিএফ বা জেপিএজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেসব করতে থাকবেন, তাহলে আপনার ইমেইল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রাখতে দেখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার খুলে খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাঠবেন ও বার্তা পঠন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চড়াও হয়ে গেলে

নামলাইন পেমেণ্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বারদ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্টআউট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর ব্যবস্থায় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেকেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেণ্ট চালানোর কপিও যত্ন করে রাখবেন।

লিখিত পরীক্ষার দিন কলনোভার ছাড়াও লগনের মূল পেমেণ্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমাণ (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা কপি) কিংবা ইডাডি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটি বাড়তি ফটো অফিসে নিজেই ক্যাচে রেখে দেবেন। পরীক্ষায় এবং পরে ব্যালীতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমাণপত্র (বীর ক্ষেত্রে বায় বারকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ই-ইন্টারনেট ব্যাকিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিগণের অনুরোধে কর্মচারী নিউজ গ্রুপে অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৯৩৩৫১২০৩০৫ নাম্বারে ‘মাই বা হ্যাবো’ লিখে মেসারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সন্সারি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আইডি

আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মধুভেরে মহো রাজা এবং দেবদাস সঙ্গীত চাকরি আপডেট বার, চাকরি পরীক্ষার ফরমফায়ের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত যোগিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন। আপনার হোয়াটস আপ নাম্বরে।

প্রার্থিগণাছই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার নিয়তির পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞপ্তি (১) ইনভেস্টিগেটর, শূন্যপদ ও৩৫০। যোগ্যতা- স্বীকৃত শিক্ষণীয়দায়াল্য থেকে যে-কোনও বিষয়ে

এবংপর ইন্ডিয়ান পাবলিক

● এবণৰ দষ্টীয়ৰ পাতায়

সামনে চাকরি ও শিক্ষার  
কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবর্তী নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। \* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন অফিসে **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৩ হাজার (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াফাল নেই, বয়স : ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ : ২৩ জানুয়ারি, এপ্রিলে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কক্ষ - আগরতলা।

\* কর্মবর্তী নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬২১০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেসারশী পেরে জন্য আবেদন কক্ষকে পরোনে। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবর্তী' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে নিয়মপত্রকে কাজে আনবার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেসারশি পূরণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজা অফ দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরী পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস অফ চাকরির সমস্ত যৌক্তিক বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

\* নব্বই **এক অফিসার গ্রেড-এ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স : ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র - আগরতলা।

\* নোট প্রেসে **সুপারভাইজর, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ১৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি/ মার্চে, কেন্দ্র কল লেটোরে জানানো হবে।

\* ম্যাজগন-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স : ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **সুপারভাইজর, ইনভেস্টিগেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াফাল নেই, বয়স : অনুর্বর ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* অসীম স্কুলে **পিজিটি, টিজিটি, এআরটি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৮৭০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, ডিএলএড, বিএড থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স : ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জানুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে, কেন্দ্র - আগরতলা।

\* বহিঃরাজ্যে **ল্যাব টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ২৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিগ্রিএলএটি, বিএমএলটি পাশ, বয়স : ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* **কোম্পার্টে ডিইগন ড্রাইভার, কারামান্দার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৬৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, বয়স : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* রাজ্য সরকারের সচিবালয়ে **এল. টি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-ইন্টার্প্রিট** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ চিহ্ন করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়স : ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* বহিঃরাজ্যে **আশা কর্মী** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ২৮৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ, বয়স : ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* ভিক্টোরে **এমটিএস, কুক, বার্নার** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স : ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* রেল ফ্যাক্টিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ, বয়স : ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* কোলমিন্ড-এ **অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৩০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স : অনুর্বর ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

\* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **সুপারভাইজর** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ : ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিকেম ... ইত্যাদি গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াফাল নেই, তবে বালা/ ককরকর ভাষা জানা সহ কিছু বাছানীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স : ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।



# লজ্জার হার ভারতের

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি।। প্রথম এক দিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা দেখিয়ে দিয়েছিল, কী ভাবে স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলে জিতে তৈয়। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে দেখাল, রান তাড়া করতেও কোনও অংশে পিছিয়ে নেই তারা। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে ভারতকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ পকেটে পুরে নিল তেহসা বাভুমার দল। টেস্টের পর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এক দিনের সিরিজও হাতছাড়া। হল ভারতের প্রথম এক দিনের ম্যাচে ভারতকে যদি ডুবিয়ে থাকে মাঝের সারির ব্যাটারদের ব্যর্থতা, দ্বিতীয় ম্যাচে তা হলে দায়ী নির্বিষ বোলিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের বুদ্ধি। ভারত যে একের পর এক স্পিনার সোলিয়ে দেবে এটা বুঝতে



পেরেই ক্রমাগত সুইপ খেলতে শুরু করলেন জানেমেল মালান, কুইন্টন ডিক'করা। ফলও মিলল। রবিচন্দ্রন

অশ্বিন, যুজবেন্দ্র চহাল জুলে উঠতেই পারলেন না। পার্লের বোলভ পার্কের যে পিচে প্রথম ম্যাচ

খেলা হয়েছিল, দ্বিতীয় ম্যাচেও সেই একই পিচ ব্যবহার করা হয়। জেতার একটাই ফর্মুলা ছিল, প্রথমে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া এবং বড় রান তোলা। টেসের পর ভারতের অধিনায়ক কেএল রাহুলের মুখেও শোনা গিয়েছিল সে কথাই। এমনকি, গুরুটা ভালই হয়েছিল ভারতের। আগের দিন রাহুল গুরুতে ফিরলেও, গুরুবার উইকেট কামড়ে পড়েছিলেন তিনি। যোগ্য সঙ্গত দেন শিখর ধ্বন। তবে ৬৩ রানের মাথায় এডেন মার্করামকে সুইপ করতে দিয়ে উইকেট খোলারলেন ধ্বন। নামলেন বিরাট কোহলি। প্রথম ম্যাচে অর্ধশতাব্দের মনে করা হয়েছিল এই ম্যাচেও তার ব্যাট থেকে বড় রান আসবে। কিন্তু পঞ্চম

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## দু'বছর বাদে ওয়ানডেতে শূন্য বিরাট ব্যর্থতা অব্যাহত

পার্ল, ২১ জানুয়ারি।। দৃঃসময় যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে। তার থেকেও বেশি দুঃসময় যাচ্ছে বিরাট কোহলির। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শূন্য রানে আউট হলেন তিনি। বিরাটের টেস্ট ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ ছিলই, এবার সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও তাঁর ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠা শুরু করে দিল। শেষবার কোহলি শূন্য করেছিলেন ২০১৯ সালে করোনা মহামারী আসার আগে। এই নিয়ে ওয়ানডে কেরিয়ারে মোট ১৪ বার শূন্য করলেন বিরাট। বিরাটের গোটাকেরিয়ারে প্রথমবার কোনও স্পিনার তাঁকে শূন্য রানে আউট করলেন। তাও আবার কেশব মহারাজের মতো মধ্যমানের স্পিনার। নিজের ৪৫০ তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে আরেকটু হয়তো ভাল পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করেছিলেন বিরাট নিজেও। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শূন্য রানে আউট হওয়ার নিরিখে বিরাট উঠে এলেন দ্বিতীয় স্থানে। নিজের কেরিয়ারে মোট ৩১ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন কোহলি। শীর্ষের রয়েছেন শচীন। তিনি মোট ৩৪বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। পার্লের ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার দ্বিতীয় ওয়ানডেতে প্রথমে ব্যাট করছে ভারত। আর প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিরাট কোহলি করেছেন ৫ বলে শূন্য রান। যার ফলে ২০১৮ সালের পর প্রথমবার ওয়ানডে ক্রিকেটে বিরাট কোহলির গড় ৫৯-এর নিচে নামল। এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়কের ওয়ানডে গড় ৫৮.৭৫ শতাংশ। অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর থেকে যেভাবে লাগাতার বিরাট ব্যর্থ হচ্ছেন, তাকে টিম ম্যানেজমেন্টের উদ্বেগ বাড়বেই। শুধু পরিসংখ্যান নয়, যে ভাবে, যে শট খেলে বিরাট লাগাতার আউট হচ্ছেন, সেটাও চিন্তায় রাখবে ভারতীয় শিবিরকে। আগের ম্যাচে কোহলি আউট হয়েছিলেন শামসিকে সুইপ মারতে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## টি-২০ বিশ্বকাপে ফের ভারত-পাক মহারণ

## পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করল আইসিসি

দুবাই, ২১ জানুয়ারি।। গতবছর যে ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল ভারতের অভিশপ্ত বিশ্বকাপ অভিযান, এবছরও সেই একই ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। টি-২০ বিশ্বকাপে আরও একবার দেখা যাবে ভারত-পাক মহারণ। গুরুবার ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করে দিল আইসিসি বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার ঘোষণা করা সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ অক্টোবর শ্রীলঙ্কা-নামিবিয়া ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ২০২২ টি-২০ বিশ্বকাপ। সুপার-১২ রাউন্ডের প্রথম খেলা নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার। সুপার-১২ রাউন্ড শুরু হচ্ছে ২২ অক্টোবর। ২৩ অক্টোবর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। আগামী বছর বিশ্বকাপ হবে অস্ট্রেলিয়ার সাটটি শহরে। সেগুলি হল, ব্রিসবেন, গিলং, হোবার্ট, পার্থ, সিডনি, আডিলেড ও মেলবোর্ন। দুটি সেমিফাইনাল হবে ৯ ও ১০ নভেম্বর সিডনি এবং মেলবোর্নে। মেলবোর্নেই আবার ১৩ নভেম্বর ফাইনাল আয়োজিত

হবে বিশ্বকাপের সুপার-১২ রাউন্ডে সরাসরি সুযোগ পেয়েছে এবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া, রানার্স-আপ নিউজিল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা। এই আটটি দলকে বেছে নেওয়া হয়েছে আইসিসি ক্রমবর্ধমান ভিত্তিতে। সুপার-১২ রাউন্ডে সরাসরি সুযোগ পাওয়া দলগুলিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সুপার-১২ রাউন্ডের গ্রুপ ওয়ানে আছে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান এবং গ্রুপ পর্ব থেকে উঠে আসা দুই দল। গ্রুপ-টুতে আছে ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ এবং গ্রুপ পর্ব থেকে উঠে আসা দুটি দল। একনজরে ভারতের পূর্ণাঙ্গ সূচি: ভারত বনাম পাকিস্তান ২৩ অক্টোবর (মেলবোর্ন) ভারত বনাম গ্রুপ এ রানার্স আপ ২৭ অক্টোবর (সিডনি) ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০ অক্টোবর (পার্থ) ভারত বনাম বাংলাদেশ- ২ নভেম্বর (আডিলেড) ভারত বনাম গ্রুপ বি বিজয়ী ৬ নভেম্বর (মেলবোর্ন)।

## সাইনাকে অশালীন মন্তব্যের জের, এবার অভিনেতা সিদ্ধার্থকে তলব চেন্নাই পুলিশের

চেন্নাই, ২১ জানুয়ারি।। সাইনা নেহওয়ালের উদ্দেশ্যে অভব্য মন্তব্যের জন্য মোশ্যাল মিডিয়ায় নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। কিন্তু তাতেও কানাল না জটিলতা। এবার অশালীন মন্তব্যের জেরে তাঁকে তলব করল চেন্নাই পুলিশ। চেন্নাই পুলিশ কমিশনার শংকর জিওয়াল জানান, তাঁদের কাছে দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্ধার্থের

বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ এসে পৌঁছায়। অলিম্পিক পদকজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা সহিনার উদ্দেশ্যে তার টুইটের জেরেই লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে। পুলিশ কমিশনার আরও জানান, প্রথম অভিযোগটি হয়েছিল হায়দরাবাদে। আর এবার মানহানির মামলা দায়ের হয়েছে অভিনেতার বিরুদ্ধে। তাঁকে ইতিমধ্যেই সমন

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## সূর্য নমস্কার প্রকল্প রূপায়ণে যোগাসন স্পোর্টস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : স্বাধীনতার ৭৫-তম বর্ষপূর্তির অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ৭৫ কোটি সূর্য নমস্কার প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে ন্যাশনাল যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন। রাজ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণে কাজ করছে যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজকে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এই



প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার

সচিব পঙ্কজ মজুমদার, সভাপতি সঞ্জিত নাহা-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

## হ্যাণ্ডবল অ্যাসো-র উন্মুক্ত আসর স্থগিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : ত্রিপুরা হ্যাণ্ডবল অ্যাসোসিয়েশন এবং এগিয়ে চল সংঘ-র যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৭ এবং ২৮ জানুয়ারি একটি উন্মুক্ত হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনার তৃতীয় ঢেউ শুরুর সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ চালু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হ্যাণ্ডবল আসর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসরের নতুন নির্ধারিত পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা হ্যাণ্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জিটন রায়।

## আপাতত সুস্থ পেলে

ব্রাসিলিয়া, ২১ জানুয়ারি।।

বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন পেলো। ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলারের ক্যাপ্টানের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় একটি হাসপাতালে। সাও পাওলোর যে হাসপাতালে তিনি ছিলেন, তারাই বৃহস্পতিবার পেলের ছাড়া পাওয়ার খবর জানিয়েছে। গত মাস থেকে পেলের কেমোথেরাপি শুরু হয়েছে। বুধবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পেলো। বাড়ি ফেরার পর আপাতত তিনি সুস্থই আছেন। সম্প্রতি ব্রাজিলের এক টিভি চ্যানেল জানায়, পেলের অস্ত্রোদ্রুটি ডিম্বাশয়ের ধরা পড়েছে। তাঁর শরীরে ক্যান্সারের সংক্রমণ ছড়িয়েছে কি না তা জানার জন্য আরও পরীক্ষা করা হবে। গত বছর স্টেপ্টেম্বরে কেলেন ডিম্বাশয় দা দেওয়ার জন্য পেলের অস্ত্রোপচার হয়। প্রায় এক মাস ক্যান্সারক্ষাধিক্ষণে ছিলেন তিনি। গত মাসে ফের হাসপাতালে ভর্তি হন কেমোথেরাপির জন্য। তবে দ্রুত তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার জন্য একাধিক বার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে এক বার কেলেনের অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। ইদানীং বাড়ির বাইরে কোনও অনুষ্ঠানে খুব একটা এখন দেখা যায় না তাঁকে। তবে নেটমাধ্যমে যথেষ্ট সক্রিয় থাকেন তিনি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই ব্রাজিলের গায়িকা এলজা সুয়ারেসের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বৃহস্পতিবার সকালেই মৃত্যু হয় তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ গ্যারিগের স্ত্রী এলজার।

## অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অঘটন বিদায় গত বারের বিজয়ী ওসাকার

মেলবোর্ন, ২১ জানুয়ারি।।

এ বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম অঘটন হল গুরুবার। মহিলাদের সিঙ্গেলসে তৃতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন গত বারের বিজয়ী নেয়োমি ওসাকা। গুরুবার অবাছাই আমেরিকান আমান্ডা আ্যানিসিমোভার কাছে হারেন তিনি। ওসাকা হেরেছেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-৭ গেমে। প্রথম সেট জিতে নিলেও পরের দুটি সেটে সেই লড়াই দেখা যায়নি ওসাকার খেলায়। ফলে বিশ্বের শীর্ষ স্থানাধিকারী খেলোয়াড় অ্যাশলে ব্যাট্টির মুখোমুখি হওয়া হচ্ছে না ওসাকার। তাঁর বদলে ব্যাট্টির মুখোমুখি হবেন আমান্ডাই শীর্ষ বাইরের ব্যাট্টি গুরুবার এক ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ে উড়িয়ে দিয়েছেন ক্যামিলা জিয়োজিকো। রড লেভার এরিনায় ব্যাট্টি জিতেছে ৬-২, ৬-৩ গেমে। অনেকেই আশা করছেন, ৪৪ বছর পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে পারেন সে দেশেরই কোনও খেলোয়াড়। গত বছরের উইম্বলডন জয়ী ম্যাডের পর বলেছেন, “খুব সহজ ভাবেই ম্যাচটা জিতলাম। আজ নিজের সার্ভিসের উপর বেশি করে নজর দিয়েছিলাম। ছন্দ ধরে রাখতে পেরেছি, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কাজে লাগাতে পেরেছি জিতেছি।” পুরুষ সিঙ্গেলসে চতুর্থ রাউন্ডে সৌরভ আলেকজান্ডার জেরেভ এবং মাতেরোয়ে বেরোভিনি। বিশ্বের তিন নম্বর খেলোয়াড় জেরেভ ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারান রোমানিয়য়ার যোগ্যতা অর্জনকারী খেলোয়াড় রাডু আলবটকো। অন্য দিকে, স্পেনের তরঙ্গ তারকা কালোস আলকরাাজকে ৬-২, ৭-৬, ৪-৬, ২-৬, ৭-৬ গেমে হারিয়েছেন বেরোভিনি। অনেকেই আলকরাাজকে ভবিষ্যতের তারকা বলে মনে করছেন।

## যোগা সংস্থার মালিকানা নিয়ে কোন্দল চরমে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার মালিকানা নিয়ে কোন্দল চরমে। অবস্থা এতটাই গুরুতর যে দুইটি সংস্থাই দাবি করছে যে, তারাই ন্যাশনাল যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশনের অনুমোদিত। প্রত্যেকে নিজের মতো করে কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যস্ত। যদিও তারা রাজ্যের যোগার উন্নয়ন বা খেলোয়াড়দের স্বার্থ কতটা দেখছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ-এক অভূত সময়। শুধুমাত্র ক্ষমতা জাহির এবং ক্ষমতার অলিঙ্গ দেখার জন্য সবাই এক ইঁদুর দৌড়ে সামিল। একে-অপরকে টপকে যাওয়ার

দৌড়। সবার দাবি, সবাই আসল। তারাই একমাত্র খেলোয়াড়দের স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম। যদিও বাস্তবে ক্ষমতা দেখানোর খেলায় মেতে উঠেছে সবাই। যোগাকে খেলার অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের অনুমোদন নিয়ে গঠিত হয় ন্যাশনাল যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন। ত্রিপুরায়ও তার একটি শাখা গঠিত হয় এবং কাজ করতে শুরু করে। যোগা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া স্বীকৃত ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনও কার্যতঃ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশি দিন মশুণভাবে চলতে পারলো না যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য সংস্থা

গঠনের পরই কয়েকজন অফিস স্বেচারার বদল হয়। এর পর তিনজনকে বহিষ্কার করা হয়। এই বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা এখন নতুন সংস্থা খুলেছে। তাদের দাবি, তারাই আসল। বেশ কিছু বড় প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু করেছে তারা। নতুন একটি সংস্থা পথ চলা শুরু করতে না করতেই ভাঙনের মুখে। এর জন্য দায়ী কে? ক্রীড়াপ্রেমীরা খেলাধুলার উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই চায় না। কিন্তু উন্নয়নকে পেছনে রেখে বর্তমানে কেউ কেউ মেতে উঠেছে ধান্দাবাজির খেলায়। যোগার মতো একটি সম্ভাবনাময় গেম যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটা দেখতে হবে নতুন সংস্থাকে।

## লিগে লালবাহাদুরের প্রথম জয়



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : প্রথম ডিভিশন ফুটবলে প্রথম জয় পেলো লালবাহাদুর ব্যাংকামাগার। প্রথম ম্যাচে পুলিশের বিরুদ্ধে ড্র করার পর দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে যায় রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে। অবশেষে গুরুবার টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় তুলে

নিলো লালবাহাদুর। তারা ৩-০ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে দিলো। চলতি লিগে একটা বিষয় পরিলক্ষ্য যে, এগিয়ে চল সংঘ এবং ফেরোয়ার্ড ক্লাব অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বিদেশি ফুটবলার নিয়ে দল গঠন করে লড়াইয়ে থাকতে চেয়েছিল লালবাহাদুর। তবে ফুটবলার

ফুটবলারের পক্ষে যতটা দৌড়ানো সম্ভব সেটা করছে তারা। তবে এই শক্তি নিয়ে লিগে ভালো ফলাফল করা সম্ভব নয়। ফুটবলাররা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে এটাই অনেক। প্রথম দুই ম্যাচের ব্যর্থতা বোঝে ফেলে এদিন লালবাহাদুর

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## সরকারি স্তরেও খেলাধুলা সংকুচিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : ক্রীড়া আইনের ধাক্কা রাজ্যের খেলাধুলা সংকটে পড়েছে। বেসরকারি স্তরে খেলাধুলা প্রায় বন্ধ। এই অবস্থায় আশার আলো ছিল সরকারি স্তরের খেলাধুলা। কিন্তু সেটাও স্থল স্তরেই সীমাবদ্ধ। খেলাধুলার এই যোর সংকটময় ক্রীড়া দফতর নতুন কোনও পথ দেখাতে পারেনি। অবশ্য নতুন কিছু করতে হলে দরকার অর্থ। আর চরম সত্যি কথা হলো, রাজ্য সরকার খেলাধুলা খাতে বরাদ্দ ক্রমশঃ কমিয়ে দিচ্ছে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার খেলা ইন্ডিয়া কর্মসূচি রূপায়ণের পাশাপাশি গ্রামীণ ক্রীড়া চালু করেছিল। মূলতঃ গ্রামীণ স্তরে খেলাধুলার আরও প্রসারের জন্য বাৎসরিক ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রামীণ ক্রীড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদিও দূরদর্শীতার অভাবে এই প্রকল্প

মুখণ্ডবড় পড়ে। এমন কিছু গেম অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলি মূলতঃ বিনোদনমূলক ক্রীড়া। ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নের সঙ্গে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অলিম্পিক গেমগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে এসব বিনোদনমূলক ক্রীড়াকে গ্রামীণ ক্রীড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয় এই গ্রামীণ ক্রীড়া। বর্তমান সরকার ২০১৮-তে ক্ষমতায় আসার পর এই গ্রামীণ ক্রীড়া বাতিল করে। বেশ ভালো সিদ্ধান্ত। তখন বলা হয়েছিল যে, গ্রামীণ ক্রীড়ার বিকল্প চিন্তা করা হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু হয়নি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের খেলাধুলা চলছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের স্বার্থে। রাজ্য সরকার খেলাধুলার খাতে ভান্ডার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, খেলাধুলার অবস্থাকে কঠিন করে তুলতে আনা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## মাঠে, জিমন্যাসিয়ামে এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি

## টিএফএ-র ক্লাব ফুটবল ও আরসিসি-তে মানা হচ্ছে না



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি : করোনার দ্রুত বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত রাজ্যের সমস্ত সুইমিংপুল বন্ধ করে দিলো রাজ্য প্রশাসন। আপাতত এই সিদ্ধান্ত আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিকে, রাজ্যে খেলাধুলা বন্ধ না হলেও মাঠে বা জিমন্যাসিয়ামে উপস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত জিমন্যাসিয়াম, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখা হবে। এদিকে,

এই নির্দেশ বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, উমাকান্ত মাঠে টিএফএর ফুটবল লিগ এবং এনএসআই বসি সিসি - তে জিমন্যাসিয়াম ও ইন্ডোর প্রশিক্ষণ নিয়ে। উমাকান্ত মাঠে বড় ম্যাচ হলে যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে বড় ম্যাচে মাঠে কোন সামাজিক দূরত্ব যেন মানা হয় না তেমনি মাঠে দর্শকদের বড় অংশে মুখে মাস্ক রাখেন না। এক্ষেত্রে ফুটবল মহলের আশঙ্কা, উমাকান্ত মাঠে বড় ম্যাচে করোনার বিস্তার হতে বাধ্য। সুতরাং রাজ্য প্রশাসনের উচিত খেলাধুলায় ফুটবলের বড় ম্যাচে দর্শক নিয়ন্ত্রণ

করা বা দর্শকহীন মাঠে ম্যাচ করার নির্দেশ দেওয়া। তবে টিএফএ-র উচিত উমাকান্ত মাঠে বিশেষ করে বড় ম্যাচে দর্শক নিয়ন্ত্রণ করা এবং এক গ্যালারিতে যাতে বেশি দর্শক না বসেন তার বিশেষভাবে নজরদারি করা। প্রয়োজনে দর্শকহীন বা নিয়ন্ত্রিত তর্শক ম্যাচে খেলা করা উচিত। পাশাপাশি অভিযোগ, ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে এনএসআরসিসি-তে যে প্রশিক্ষণ পর্ব চলছে তাতে কোন সামাজিক দূরত্ব এবং করোনাবিধি মানা হচ্ছে না। যেখানে রাজ্য সরকার এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ

●এরপর দুইয়ের পাতায়





**9436940366**

**BAPPIRAJ FURNITURE**

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur



## আগুনে ছাই পত্রিকা বিতরকের ঘর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। আগুনে পুড়লো পত্রিকা বিতরকের ভাড়া ঘর। এই ঘটনা উজান অভয়নগর এলাকায়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে পত্রিকা বিতরক রাজু বর্ধনের ঘরটি। উজান অভয়নগরে হিন্দী স্কুলের পেছনেই রাজু বর্ধনের ভাড়া ঘর। সন্ধ্যার পর রাজু বাড়িতে ছিলেন না। ঘরে তার স্ত্রী এবং শিশুসন্তান ছিল। জানা গেছে, ঘরের গ্যাসের সিলিভার লিক হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়েই রাজুর স্ত্রী সাহায্যের জন্য সন্তানকে নিয়ে পাশের বাড়িতে ছুটে যান। খবর দেওয়া হয় দমকলে। কিন্তু সরাসরি দিয়ে দমকলের ইঞ্জিন পৌছতে গিয়ে বেশ কিছু সময় নিয়ে নেয়। এর আগেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় রাজু বর্ধনের



ভাড়া ঘরটি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রাজু। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, হিন্দী স্কুলের পাশের গলির রাস্তাটি এমনতেই সর। এরপর রাস্তার পাশে সব সময় গাড়ি দাঁড় করানো থাকে। অনেকের বাড়ির বাউন্ডারি চলে এসেছে রাস্তার উপর। যে কারণে দমকলের ইঞ্জিনটি দ্রুত চুকতে পারেনি। এলাকাবাসীদের দাবি সরকারি রাস্তা দ্রুত বেদখলমুক্ত করতে হবে।

## নিরাপত্তাহীন মেয়রের অফিস

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। স্মার্টসিটিতে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন মেয়রের অফিসও। চোরচক্র মেয়রের অফিসে হানা দিয়ে বেশ কিছু সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। করোনার নাইট কারফিউতে কি ধরনের নিরাপত্তা চলছে শহরে এই ঘটনায় পরিষ্কার। কয়েকদিন আগেই আগরতলা পুরনিগমের মেয়র হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন দীপক মজুমদার। শঙ্কর চৌমুহিনিতে মেয়রের একটি আলাদা চেম্বার রয়েছে। এই চেম্বারেই চুরির ঘটনা শুক্রবার সকালে প্রকাশ্যে আসে। চোরেরা কিছু মূল্যবান কাগজ চুরি করেছে বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে সকালে ছুটে যান

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## মৃতদেহ ঘিরে রহস্য

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। শহরে রহস্যজনক মৃত্যু এক ব্যক্তির। এই ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত মৃতের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি। বটতলা এলাকায় এই ব্যক্তিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন পথচারী লোকজন। তারা গিয়ে খবর দেয় পুলিশ এবং দমকলে। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে নেওয়ার পরই কিছুক্ষণ পর চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর মৃতদেহটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি শনাক্ত করতে এগিয়ে আসেনি কেউ। এই ঘটনার তদন্ত করছে এডিনগর থানার পুলিশ। তবে মৃত্যু নিয়ে এখন পর্যন্ত পুলিশের কোনও বক্তব্য নেই। প্রসঙ্গত, বটতলা এলাকায় আগেও মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ফাইল চাপা দিয়ে দেন। এই ক্ষেত্রেও ঠিক এমনই করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ অবস্থা দাবি করছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবে এটা খুন না অন্য কিছু।

## সুদীপ অনুগামীর বাবা'র উপর প্রাণঘাতী হামলা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২১ জানুয়ারি ।। বেশ কিছুদিন ধরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বিজেপি'র শাসিত সরকারের ভূমিকা নিয়ে বারবার সমালোচনা করছেন। আগে থেকেই স্বদলীয়দের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। দল তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি ঠিকই কিন্তু সুদীপ অনুগামীরা বিভিন্ন জায়গায় এখন আক্রমণের মুখে পড়ছেন। অনুগামীদের পরিবারের সদস্যরাও রক্তচক্ষুর শিকার। পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এক সুদীপ অনুগামীর মা-বাবা'র উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতিরা। সেই ঘটনায় সুদীপ অনুগামীর বৃদ্ধ বাবা রক্তাক্ত হন। বৃহস্পতিবার রাতে কমলাসাগরের মধুপুর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা। হামলায় রক্তাক্ত বাপন দাসের বাবা নিতাই দাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলিকে ঘটনার পর কমলাসাগরের মন্ডল সভাপতি এই ঘটনার নিষ্পত্তি করেছেন। তারা অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি করেন। একইভাবে এলাকার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরীও অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানান। তার বক্তব্য, রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি কর্মী তথা সুদীপ অনুগামী বাপন দাসের বাবা এবং মা ওই রাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই দুষ্কৃতিরা তাদের



উপর আক্রমণ করে। ধারণা করা হচ্ছে, দুষ্কৃতিরা হয়তো ভেবেছিল সেখানে বাপনও আছে। কিন্তু বাপন ওই সময় সেখানে ছিলেন না। হামলাকারীদের মধ্যে জনৈক পাপাই বণিকের নাম সবার মুখেই শোনা যাচ্ছে। পাপাইও এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবেই পরিচিত। তাই অভিযোগ উঠছে স্বদলীয়দের হাতেই রক্তাক্ত হয়েছেন বিজেপি কর্মীর বাবা। তাকে থারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। বাপন দাসের কথা অনুযায়ী যদি এলাকাবাসী সঠিক সময়ে এগিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## রোহিঙ্গা পাচার করছে ইকরাম

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২১ জানুয়ারি ।। সীমান্ত টপকে রাজ্যে প্রবেশ করছে পাচারকারীরা। এমনকী অনুপ্রবেশ করছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। এই ঘটনায় অভিযোগ উঠছে বিএসএফ'র দায়িত্ব নিয়েও। অভিযোগ, পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত পাচারকারীরা রাজ্যে আসা-যাওয়া করছে। এই সীমান্তের প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা কাঁটাতারের বেড়া পড়েছে। কিন্তু এখনও ১০ শতাংশ জায়গা কাঁটাতারের বেড়া হওয়া বাকি। এই জায়গা দিয়েই রাতের অন্ধকারে প্রত্যেকদিন চলছে নেশা দ্রব্য পাচার। দুই দেশের দালালরা মিলে প্রত্যেকদিন পাচারকারীদের এপার থেকে ওপার পৌঁছে দিচ্ছে। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও রাজ্যে ঢুকছে। করোনাকালে অতিমারিতে সীমান্ত এলাকায় কড়া পাহারা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ পুটিয়া সীমান্তে রাতে এই ধরনের কড়া পাহারা হয় না। আরও অভিযোগ, এই সীমান্ত দিয়ে নারী পাচারও বাড়ছে। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে নারীদের এই পথ দিয়ে রাজ্যে ঢোকানো হচ্ছে। নারী পাচারে যুক্ত হয়ে পড়েছেন কলামচৌড়া



থানা এলাকার কুখ্যাত ইকরাম। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে নারীদের পাচারের দায়িত্ব রয়েছে ইকরাম। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের থাকার জন্য শিবির করে দিয়েছে ওই দেশের সরকার। কিন্তু সম্প্রতি করা শিবির থেকেই ১৮ বছরের এক তরুণীকে ইকরাম ভারতে নিয়ে আসে। পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে ওই তরুণীকে রাজ্যের বাইরে নিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

### বাড়ি নির্মাণ

আপনি কি একটি সুন্দর বাড়ি বানাবেন ভাবছেন? তাহলে আর দেরি না করে যোগাযোগ করেন J.D. Construction -এর সাথে। এখানে সুদক্ষ Civil Engineer এবং অভিজ্ঞ মিস্ত্রির পরিচালনায় আপনার স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ করার দায়িত্ব আমাদের।

যোগাযোগঃ J.D. Construction (Office Address) Dhaleswar, Jail Road, Agt., Ph: 9366039981



**ALL TRIPURA CONTRACTORS ASSOCIATION**

Regd. No: 324

Registered under Indian Trade Union Act 1926

Head Office :

Aitorma Sentrum, 4th Floor Sakuntala Road, Agartala-799001 West Tripura. Dated : 21-01-2022

## Notice

An emergent meeting will be held at the office of All Tripura Contractor Association at Aitorma, Building premises, 4th floor Sakuntala Road, Agartala on 22.01.2022 at 3 PM to discuss matters related to GST.

All the members of this association is cordially requested to attend this office on the date & time mentioned above.

### Agenda:-

1. Discussion on GST problems created by the CGST officials Stationed at Agartala & find out the way how to solve these problems created by them.

### All Tripura Contractor Association

Sd/-Illegible  
(Sudhindra Saha)  
Chairman Adhoc Committee.

## মহিলার জমি দখল নিতে মারধর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জানুয়ারি ।। জমি দস্যুদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না বাড়ির মহিলারাও। শাসকদলের 'টেগমার্ক' বুলিয়ে জমি হাতিয়ে



নেওয়ার চক্র ভাঙিয়ে পড়েছে বেশ কয়েকজন মাফিয়া। তারা জমি দখল করতে বাড়িঘরে ঢুকে মহিলাদের উপরও হাত তুলছে। এই ধরনের ঘটনা সামনে এসেছে উদয়পুরের ধবজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালগাঁও এলাকায়। আক্রান্ত মহিলা থানায় গিয়ে অভিযোগও করেছেন। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। মহিলা বারবার থানায় গেলেও বিচার পাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। এই মহিলার নাম সঙ্ঘুরা বেগম। তার বাড়ি ভাঙচুর করেছে কয়েকজন জমি দস্যু। সঙ্ঘুরারাকেও শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়। তিনি জানিয়েছেন,

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## পুলিশের উপর আস্থা হারালেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জানুয়ারি ।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশের উপর বিশ্বাস হারালেন সদ্য অধ্যক্ষ পদ থেকে বাদ যাওয়া বিধায়ক রেবতী মোহন দাস। পুলিশের উপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছেন শাসকদলের বিধায়ক, কাউন্সিলার এবং দলের নেতারা। নিজেরাই এখন পুলিশকে না জানিয়ে নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে নামছেন। এমনই গুঞ্জন তৈরি হয়েছে শহরে। শুক্রবার বিধায়ক রেবতী মোহন দাসের নেতৃত্বে মদ বিরোধী অভিযান চালানো হয় পুরনিগমের ২৭নং ওয়ার্ডের শান্তিপাড়া এলাকায়। মদ উদ্ধার না হলেও বিধায়ক রেবতী মোহন দাস দলবল নিয়ে নেশা উদ্ধারের জন্য ৫ বাড়ি যান। অভিযানে তাদের দাবি, রামু, সুদাম এবং শঙ্কর-সহ ৫ জনের বাড়িতে নেশা দ্রব্য বিক্রি করা হয়। এভাবে বর্ধন ধরেই চলাছে নেশা বিক্রি। এই কারণেই অভিযানে নেমেছেন খোদ বিধায়ক। তার সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলার সুভাষ ভৌমিক-সহ মণ্ডলের অন্যান্য নেতারা। সন্ধ্যার পর এই অভিযান

হয়। রেবতী মোহন দাস নিজেও জানান, নেশার বিরুদ্ধে এলাকার মহিলাদের সাহায্যে এই অভিযান করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়নি। অভিযানের কথা টের পেয়ে আগেই পালিয়ে গেছে নেশা কারবারিরা। এদের



মধ্যে অভিযুক্ত রামুকে বাড়ির কাছে পেয়ে যান অভিযানের টিম। রামু জানান, তিনি আগে মদ বিক্রি করতেন। কিন্তু এখন আর এই নেশা বিক্রির সঙ্গে যুক্ত নন। এলাকার এক যুবক জানিয়েছেন, আমরা আগেও এই নেশা নিয়ে কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ি এবং মহারাজগঞ্জ ফাঁড়িতে অভিযান জানিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ এক-দু'বার এসে আর আসেন না। আরও একজনের অভিযোগ, মাসে নেশা কারবারীদের থেকে টাকা পেয়ে যায় ওসি। যে কারণে আর অভিযান করতে তারা

উপর বিশ্বাস হারিয়ে বিজেপির বিধায়ক নিজেই আইনের শাসন হাতে তুলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

### সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৮,৬০০

ভরি : ৫৬,৭০০

### Polytechnic Entrance

অভিজ্ঞ Engineer দ্বারা 100% Success guarantee সহকারে Tripura Diploma Engineering Entrance Exam এর জন্য বিষয়ভিত্তিক কোচিং দেওয়া হবে। Online কোচিং নেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।

Melarmath, Agt.  
Ask - 9089101390  
9862231641

### VACANCY

A Reputed Earthmoving & Construction Company Requires **Technician** ITI (Automobile, Mech diesel, Mechanic motor vehicle or having service related knowledge in any Automobile field. **Sales Executive** Any Degree/ diploma Having Experience of 3-5 Yrs In any Automobile Field. Interested candidate please send in their CV to : aftercare.dasconstruction@gmail.com (M) 7085659311

### ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশে অতিসহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

### মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুমন, সমস্যার চিন্তা, স্বপ্ন সৃষ্টি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার হুফনি সমাধান পাবেন আমাদের কাছের দ্বারা। যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এম পেশপালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল : 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

## ২৩শে ভোট, ২২শে ঘুম ভাঙলো প্রশাসনের



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জানুয়ারি ।। সারা রাজ্যেই অবৈধভাবে চলছে বহু প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিট। আগরতলার পর উদয়পুরে শুক্রবার বেশ কয়েকটি ইউনিটে হানা দেন স্বাস্থ্য এবং খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা। তাদের হানাদারিতে দেখা যায় দুটি ইউনিট সম্পূর্ণ অবৈধভাবে চলছে। দুটি ইউনিটেই বন্ধ করে দেন আধিকারিকরা। এদিন নিউ টাউন রোড, ছনবন, ধবজনগর, লোকনাথ আশ্রম এলাকায় বেশ কয়েকটি ইউনিটে হানা দেন আধিকারিকরা। জানা গেছে, অধিকাংশ ইউনিটেই চলছে বৈধ নথিপত্র ছাড়া। এদিনের অভিযানকারী দলে ছিলেন গোমতী জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নিরু মোহন জমাতিয়া, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নুপুর দেববর্মা এবং এফএসএসএআই'র ডেপুটি কমিশনার ডা. অনুরাধা মজুমদার, নিমুলেন্দু দত্ত, তাপস মজুমদার-সহ অন্যান্যরা। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে সেই সব ইউনিটগুলি কিভাবে চলছে? প্রশাসন ওইসব সংস্থার বিরুদ্ধে আদৌ কোন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা? যেখানেই এই ধরনের ইউনিটের হাল্টি মিলছে, প্রশাসনিক কর্তারা তৎক্ষণাৎ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতদিন বেআইনিভাবে চলা ইউনিট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? যেহেতু, এই ধরনের ইউনিটগুলি থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার পানীয় জল বিক্রি হয়েছে এবং সেই জল পান করেছে অসংখ্য মানুষ। যদি সেই জল পান করার ফলে মানুষের শারীরিক সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে এর দায়ভার কে নেবেন? জানা গেছে, সম্প্রতি উচ্চ আদালতের নির্দেশ পেয়ে স্বাস্থ্য দফতর এবং খাদ্য দফতর কর্তাদের ঘুম ভেঙেছে। যদি উচ্চ আদালতের নির্দেশ জারি না হতো তাহলে হয়তো এভাবেই অবৈধভাবে চলতে থাকতো সেই সব ইউনিটগুলো।